চতুর্থ সিপারা ঃ ইউহোন্না

ভূমিকা

অন্য তিনটি সুসংবাদের চেয়ে হযরত ইউহোন্নার সুসংবাদটি একেবারে ভিন্নভাবে শুরু হয়েছে। এর শুরু হয়েছে এ ই কথা দিয়ে, "প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন।" হয রত ইউহোন্না হযরত ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌-স্বভাবের উপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, পাঠক যাতে হযরত ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে সেইজন্যই তিনি তাঁর সুসংবাদটি লিখেছিলেন। তিনি শেষে বলেছেন, "এই সব লেখা হল যাতে তোমরা ঈমান আন যে, ঈসাই মসীহ্‌, ইব্‌নুল্লাহ্‌, আর ঈমান এনে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পা ও" (২০:৩১ আয়াত)। জনসাধারণের সামনে করা হযরত ঈসা মসীহের সাতটি অলৌকিক কাজ, যেগুলোকে হযর ত ইউহোন্না চিহ্ন-কাজ বলেছেন, সেগুলোকে ঘিরেই তিনি তাঁর সুসংবাদটি সাজিয়েছেন। প্রত্যেকটি চিহ্ন-কাজ কে ান না কোন ভাবেই প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা নিজেই আল্লাহ্‌ যিনি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (২:৯; ৪: ৪৬-৫৪; ৫:২-৯; ৬:১-১৪; ৬:১৬-২১; ৯:১-৭; ১১:১-৪৪)।

বিষয় সংক্ষেপ:

(ক) আল্লাহ্‌র কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন (১:১-১৮ আয়াত)
(খ) হযরত ইয়াহিয়া এবং হযরত ঈসার প্রথম সাহাবীরা (১:১৯-৫১ আয়াত)
(গ) জনসাধারণের সামনে হযরত ঈসার কাজ (২–১২ রুকু)
(ঘ) সাহাবীদের কাছে হযরত ঈসার শিক্ষাদান (১৩–১৭ রুকু)
(ঙ) হযরত ঈসার কষ্টভোগ ও মৃত্যু (১৮,১৯ রুকু)
(চ) হযরত ঈসার পুনরুত্থান ও নিজেকে প্রকাশ (২০,২১ রুকু)

১

আল্লাহ্‌র কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন

১ প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন। ২ আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সংগে ছিলেন। ৩ সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সে গুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি। ৪ তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের নূর। ৫ সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি।

৬ আল্লাহ্‌ ইয়াহিয়া নামে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। ৭ তিনি নূরের বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে ঈমান আনতে পারে। ৮ তিনি নিজে সেই নূর ছিলেন না কিন্তু সেই নূরের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।

৯ সেই আসল নূর, যিনি প্রত্যেক মানুষকে নূর দান করেন, তিনি দুনিয়াতে আসছিলেন। ১০ তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চিনল না। ১১ তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। ১২ তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ কর ল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার অধিকার দিলেন। ১৩ এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শা রীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু আল্লাহ্‌ থেকেই হয়েছে।

১৪ সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতার একমাত্র পুত্র হিস াবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ।

১৫ ইয়াহিয়া তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "উনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ি যনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।"

১৬ আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে রহমতের উপরে আরও রহমত পেয়েছি। ১৭ মূসার মধ্য দিয়ে শরী
য়ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে রহমত ও সত্য এসেছে। ১৮ আল্লাহ্‌কে কেউ কখনও দেখে ি
ন। তাঁর সংগে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই আল্লাহ্‌, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর সাক্ষ্য

১৯ যখন ইহুদী নেতারা জেরুজালেম শহর থেকে কয়েকজন ইমাম ও লেবীয়কে ইয়াহিয়ার কাছে পাঠালেন ত
খন ইয়াহিয়া তাঁদের কাছে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

২০ জবাবে ইয়াহিয়া অস্বীকার করলেন না বরং স্বীকার করে বললেন, "আমি মসীহ্‌ নই।"

২১ তখন তাঁরা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কে? আপনি কি নবী ইলিয়াস?"

তিনি বললেন, "না, আমি ইলিয়াস নই।"

তাঁরা বললেন, "তাহলে আপনি কি সেই নবী?"

জবাবে তিনি বললেন, "না।"

২২ তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, "তাহলে আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন ফিরে গিয়ে তাঁদের তো আ
মাদের জবাব দিতে হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি নিজে কি বলেন?"

২৩ ইয়াহিয়া বললেন, "আমিই সেই কণ্ঠস্বর, যার বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছেন,

মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে,
তোমরা মাবুদের পথ সোজা কর।"

২৪ ইয়াহিয়ার কাছে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ছিলেন ফরীশী। ২৫ তাঁরা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, "
যদি আপনি মসীহ্‌ও নন, ইলিয়াসও নন কিংবা সেই নবীও নন, তবে কেন আপনি তরিকাবন্দী দিচ্ছেন?"

২৬ ইয়াহিয়া জবাবে সেই ফরীশীদের বললেন, "আমি পানিতে তরিকাবন্দী দিচ্ছি বটে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে
এমন একজন আছেন যাঁকে আপনারা চেনেন না। ২৭ উনিই সেই লোক যাঁর আমার পরে আসবার কথা ছিল। আ
মি তাঁর জুতার ফিতাটা পর্যন্ত খুলে দেবার যোগ্য নই।"

২৮ জর্ডান নদীর অন্য পারে বেথানিয়া গ্রামে যেখানে ইয়াহিয়া তরিকাবন্দী দিচ্ছিলেন সেখানে এই সব ঘটেছি
ল।

২৯ পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, "ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যি
নি মানুষের সমস্ত গুনাহ্‌ দূর করেন। ৩০ ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আ
সছেন যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন। ৩১ আমি তাঁকে চিনতাম না, ি
কন্তু তিনি যেন বনি-ইসরাইলদের কাছে প্রকাশিত হন সেইজন্য আমি এসে পানিতে তরিকাবন্দী দিচ্ছি।"

৩২ তারপর ইয়াহিয়া এই সাক্ষ্য দিলেন, "আমি পাক-রূহ্‌কে কবুতরের মত হয়ে আসমান থেকে নেমে এসে
তাঁর উপরে থাকতে দেখেছি। ৩৩ আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে তরিকাবন্দী দিতে পাঠিয়ে
ছেন তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর উপরে পাক-রূহ্‌কে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই জন যিনি
পাক-রূহে তরিকাবন্দী দেবেন।' ৩৪ আমি তা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই ইব্‌নুল্লাহ্‌।"

সাহাবী গ্রহণ

৩৫ পরের দিন ইয়াহিয়া ও তাঁর দু'জন সাহাবী আবার সেখানে ছিলেন। ৩৬ এমন সময় ঈসাকে হেঁটে যেতে ে
দখে ইয়াহিয়া বললেন, "ঐ দেখ, আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক।"

৩৭ ইয়াহিয়াকে এই কথা বলতে শুনে সেই দু'জন সাহাবী ঈসার পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। ৩৮ ঈসা পি
ছন ফিরে তাঁদের আসতে দেখে বললেন, "তোমরা কিসের তালাশ করছ?"

ইয়াহিয়ার সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "রব্বি (অর্থাৎ ওস্তাদ), আপনি কোথায় থাকেন?"

৩৯ ঈসা তাঁদের বললেন, "এসে দেখ।" তখন তাঁরা গিয়ে ঈসা যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটা দেখলেন এ
বং সেই দিন তাঁর সংগেই রইলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটা।

৪০ ইয়াহিয়ার কথা শুনে যে দু'জন ঈসার পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন তাঁদের একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন-পিতরের ভাই। ৪১ আন্দ্রিয় প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, "আমরা মসীহের দেখা পেয়েছি।" ৪২ আন্দ্রিয় শিমোনকে ঈসার কাছে আনলেন।

ঈসা শিমোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ইউহোন্নার ছেলে শিমোন, কিন্তু তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।" এই নামের অর্থ পিতর, অর্থাৎ পাথর।

৪৩ পরের দিন ঈসা ঠিক করলেন তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন। সেই সময় ঈসা ফিলিপের খোঁজ পেয়ে তাঁকে বললেন, "এস, আমার উম্মত হও।"

৪৪ ফিলিপ ছিলেন বৈৎসৈদা গ্রামের লোক। আন্দ্রিয় আর পিতরও ঐ একই গ্রামের লোক ছিলেন। ৪৫ ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, "মূসা যাঁর কথা তৌরাত শরীফে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি ইউসুফের পুত্র ঈসা, নাসরত গ্রামের লোক।"

৪৬ নথনেল ফিলিপকে বললেন, "নাসরত থেকে কি ভাল কোন কিছু আসতে পারে?"

ফিলিপ তাঁকে বললেন, "এসে দেখ।"

৪৭ ঈসা নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তাঁর বিষয়ে বললেন, "ঐ দেখ, একজন সত্যিকারের ইসরাইলীয়। তার মনে কোন ছলনা নেই।"

৪৮ নথনেল ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?"

ঈসা জবাবে তাঁকে বললেন, "ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলায় ছিলে, আমি তখনই তোমাকে দেখেছিলাম।"

৪৯ এতে নথনেল ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনিই ইব্‌নুল্লাহ্‌, আপনিই বনি-ইসরাইলদের বাদশাহ্‌।"

৫০ ঈসা তাঁকে বললেন, "তোমাকে সেই ডুমুর গাছের তলায় দেখেছি, এই কথা বলবার জন্যই কি ঈমান আনলে? এর চেয়ে আরও অনেক মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।" ৫১ পরে ঈসা বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা বেহেশত খোলা দেখবে, আর দেখবে আল্লাহর ফেরেশতারা ইব্‌নে-আদমের কাছ থেকে উঠছেন এবং তাঁর কাছে নামছেন।"

২

কান্না গ্রামের বিয়ের মেজবানী

১ এর দু'দিন পরে গালীলের কান্না গ্রামে একটা বিয়ে হয়েছিল। ঈসার মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২ সেই বিয়েতে ঈসা এবং তাঁর সাহাবীরাও দাওয়াত পেয়েছিলেন। ৩ পরে যখন সমস্ত আংগুর-রস ফুরিয়ে গেল তখন ঈসার মা ঈসাকে বললেন, "এদের আংগুর-রস নেই।"

৪ ঈসা তাঁর মাকে বললেন, "এই ব্যাপারে তোমার সংগে আমার কি সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয় নি।"

৫ তাঁর মা তখন চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা করতে বলেন তা-ই কর।"

৬ ইহুদী শরীয়ত মত পাক-সাফ হবার জন্য সেই জায়গায় পাথরের ছয়টা জালা বসানো ছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাতে কমবেশ পঁয়তাল্লিশ লিটার করে পানি ধরত। ৭ ঈসা সেই চাকরদের বললেন, "এই জালাগুলোতে পানি ভরে দাও। চাকরেরা তখন জালাগুলো কানায় কানায় পানি ভরে দিল। ৮ তারপর ঈসা তাদের বললেন, "এবার ওখান থেকে অল্প তুলে মেজবানীর কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" চাকরেরা তা-ই করল।

৯ সেই আংগুর-রস, যা পানি থেকে হয়েছিল, মেজবানীর কর্তা তা খেয়ে দেখলেন। কিন্তু সেই রস কোথা থেকে আসল তা তিনি জানতেন না; তবে যে চাকরেরা পানি তুলেছিল তারা জানত। তাই মেজবানীর কর্তা বরকে ডেকে বললেন, ১০ "প্রথমে সকলে ভাল আংগুর-রস খেতে দেয়। তারপর যখন লোকের ইচ্ছামত খাওয়া শেষ হয় তখন যে রস দেয় তা আগের চেয়ে কিছু খারাপ। কিন্তু তুমি ভাল আংগুর-রস এখনও পর্যন্ত রেখেছ।"

১১ ঈসা গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসাবে এই প্রথম অলৌকিক কাজ করে নিজের মহিমা প্রকাশ কর
লেন। এতে তাঁর সাহাবীরা তাঁর উপর ঈমান আনলেন।
১২ তারপর ঈসা, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সাহাবীরা কফরনাহূম শহরে গেলেন, কিন্তু বেশী দিন তাঁরা
সেখানে থাকলেন না।

জেরুজালেমের বায়তুল-মোকাদ্দসে হযরত ঈসা মসীহ্

১৩ ইহুদীদের উদ্ধার-ঈদের সময় কাছে আসলে পর ঈসা জেরুজালেমে গেলেন। ১৪ তিনি সেখানে দেখলেন,
লোকেরা বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে গরু, ভেড়া আর কবুতর বিক্রি করছে এবং টাকা বদল করে দেবার লোকেরা
ও বসে আছে। ১৫ এই সব দেখে তিনি দড়ি দিয়ে একটা চাবুক তৈরী করলেন, আর তা দিয়ে সমস্ত গরু, ভেড়া এ
বং লোকদেরও সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। টাকা বদল করে দেবার লোকদের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি
তাদের টেবিলগুলো উল্টে ফেললেন।
১৬ যারা কবুতর বিক্রি করছিল ঈসা তাদের বললেন, "এই জায়গা থেকে এই সব নিয়ে যাও। আমার পিতার
ঘরকে ব্যবসার ঘর কোরো না।" ১৭ এতে পাক-কিতাবে লেখা এই কথাটা তাঁর সাহাবীদের মনে পড়ল:

তোমার ঘরের জন্য আমার যে গভীর ভালবাসা,
সেই ভালবাসাই আমার দিলকে জ্বালিয়ে তুলবে।

১৮ তখন ইহুদী নেতারা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এই সব করবার অধিকার যে তোমার সত্যিই আছে
তার প্রমাণ হিসাবে তুমি কি অলৌকিক কাজ আমাদের দেখাতে পার?"
১৯ জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, "আল্লাহ্‌র ঘর আপনারা ভেংগে ফেলুন, তিন দিনের মধ্যে আবার আমি তা
উঠাব।"
২০ এই কথা শুনে ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এই এবাদত-খানাটি তৈরী করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল
, আর তুমি কি তিন দিনের মধ্যে এটা উঠাবে?"
২১ ঈসা কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘর বলতে নিজের শরীরের কথাই বলছিলেন। ২২ তাই ঈসা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে
উঠলে পর তাঁর সাহাবাদের মনে পড়ল যে, তিনি ঐ কথাই বলেছিলেন। তখন সাহাবীরা পাক-কিতাবের কথায় এ
বং ঈসা যে কথা বলেছিলেন তাতে বিশ্বাস করলেন।
২৩ উদ্ধার-ঈদের সময় ঈসা জেরুজালেমে থেকে যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা দেখে অনেকেই তাঁর
উপর ঈমান আনল। ২৪ ঈসা কিন্তু তাদের কাছে নিজেকে ধরা দিলেন না, কারণ তিনি সব মানুষকে জানতেন। ২৫
মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের দরকারও তাঁর ছিল না, কারণ মানুষের মনে যা আছে তা তাঁর জানা ছিল।

৩

নতুন জন্ম

১ ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে ইহুদীদের একজন নেতা ছিলেন। ২ একদিন রাতে তিনি ঈসার কাছে এসে
বললেন, "হুজুর, আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন, কারণ আপনি যে
সব অলৌকিক কাজ করছেন, আল্লাহ্‌ সংগে না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"
৩ ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য ে
দখতে পায় না।"
৪ তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয়
বার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?"
৫ জবাবে ঈসা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, পানি এবং পাক-রূহ্‌ থেকে জন্ম না হলে কেউই আ
ল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকতে পারে না। ৬ মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রূহ্‌ থেকে জন্মে তা রূহ্‌। ৭ আ
ম যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না। ৮ বাতাস যেদিকে

ইচ্ছা সেই দিকে বয় আর আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। পাক-রূহ্ থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।"

৯ নীকদীম ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেমন করে হতে পারে?"

১০ তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "আপনি বনি-ইসরাইলদের শিক্ষক হয়েও কি এই সব বোঝেন না? ১১ আপনাকে সত্যিই বলছি, আমরা যা জানি তা-ই বলি এবং যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন। ১২ আমি আপনাদের কাছে দুনিয়াবী বিষয়ে কথা বললে যখন বিশ্বাস করেন না তখন বেহেশতী বিষয়ে কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবেন?

১৩ "যিনি বেহেশতে থাকেন এবং বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন সেই ইব্নে-আদম ছাড়া আর কেউ বেহেশতে ওঠে নি। ১৪ মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইব্নে-আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে, ১৫ যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে অনন্ত জীবন পায়।

১৬ "আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ১৭ আল্লাহ্ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। ১৮ যে সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে আল্লাহ্র একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে নি। ১৯ তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ দুনিয়াতে নূর এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ খারাপ বলে মানুষ নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে। ২০ যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে নূর ঘৃণা করে। তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে নূরের কাছে আসে না। ২১ কিন্তু যে সত্যের পথে চলে সে নূরের কাছে আসে যেন তার কাজগুলো যে আল্লাহ্র ইচ্ছামত করা হয়েছে তা প্রকাশ পায়।"

হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর সাক্ষ্য

২২ এর পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা এহুদিয়া প্রদেশে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর সাহাবীদের সংগে কিছু দিন থাকলেন এবং লোকদের তরিকাবন্দী দিতে লাগলেন। ২৩ শালীম নামে একটা গ্রামের কাছে ঐনোন বলে একটা জায়গায় তখন ইয়াহিয়াও তরিকাবন্দী দিচ্ছিলেন, কারণ সেই জায়গায় অনেক পানি ছিল আর লোকেরাও এসে তরিকাবন্দী নিচ্ছিল। ২৪ তখনও ইয়াহিয়াকে জেলখানায় বন্দী করা হয় নি।

২৫ সেই সময় শরীয়ত মত পাক-সাফ হওয়ার বিষয় নিয়ে ইয়াহিয়ার সাহাবীরা একজন ইহুদীর সংগে তর্ক শুরু করেছিলেন। ২৬ পরে তাঁরা ইয়াহিয়ার কাছে এসে বললেন, "হুজুর, যিনি জর্ডানের অন্য পারে আপনার সংগে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন, তিনি তরিকাবন্দী দিচ্ছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"

২৭ এর জবাবে ইয়াহিয়া বললেন, "বেহেশত থেকে দেওয়া না হলে কারও পক্ষে কোন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। ২৮ তোমরাই আমাকে বলতে শুনেছ যে, আমি মসীহ্ নই, কিন্তু আমাকে তাঁর আগে পাঠানো হয়েছে। ২৯ যার হাতে কন্যাকে দেওয়া হয়েছে, সে-ই বর। বরের বন্ধু দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনে এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনে খুব খুশী হয়। ঠিক সেইভাবে আমার আনন্দও আজ পূর্ণ হল। ৩০ তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে আর আমাকে সরে যেতে হবে।"

৩১ যিনি উপর থেকে আসেন তিনি সকলের উপরে। যে দুনিয়া থেকে আসে সে দুনিয়ার, আর সে দুনিয়ার কথাই বলে। কিন্তু যিনি বেহেশত থেকে আসেন তিনিই সকলের উপরে। ৩২ তিনি যা দেখেছেন আর শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন, কিন্তু কেউ তাঁর সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে না। ৩৩ যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রাহ্য করেছে সে তার দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ্ যা বলেন তা সত্য। ৩৪ আল্লাহ্ যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি আল্লাহ্রই কথা বলেন, কারণ আল্লাহ্ তাঁকে পাক-রূহ্ মেপে দেন না। ৩৫ পিতা পুত্রকে মহব্বত করেন এবং তাঁর হাতে সমস্তই দিয়েছেন। ৩৬ যে কেউ পু

ত্রর উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে ন া, বরং আল্লাহ্‌র গজব তার উপরে থাকবে।

৪

সামেরীয় স্ত্রীলোক

১ ঈসা যে ইয়াহিয়ার চেয়ে অনেক বেশী সাহাবী করছেন এবং তরিকাবন্দী দিচ্ছেন তা ফরীশীরা শুনেছিলেন। ২ (অবশ্য ঈসা নিজে তরিকাবন্দী দিচ্ছিলেন না, তাঁর সাহাবীরাই দিচ্ছিলেন।) ৩ ঈসা তা জানতে পেরে এহুদিয়া প্রদেশ ছেড়ে আবার গালীলে চলে গেলেন। ৪ গালীলে যাবার সময় তাঁকে সামেরিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যেতে হ ল। ৫ তিনি শুখর নামে সামেরিয়ার একটা গ্রামে আসলেন। ইয়াকুব তাঁর ছেলে ইউসুফকে যে জমি দান করেছিে লন এই গ্রামটা ছিল তারই কাছে। ৬ সেই জায়গায় ইয়াকুবের কূয়া ছিল। পথে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ঈসা সে ই কূয়ার পাশে বসলেন।

তখন বেলা প্রায় দুপুর। ৭-৮ ঈসার সাহাবীরা খাবার কিনতে গ্রামে গেছেন; এমন সময় সামেরিয়ার একজন স্ত্র ীলোক পানি তুলতে আসল। ঈসা তাকে বললেন, "আমাকে একটু পানি খেতে দাও।"

৯ সেই সামেরীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "আমি তো সামেরীয় স্ত্রীলোক। আপনি ইহুদী হয়ে কেমন করে আ মার কাছে পানি চাইছেন?" স্ত্রীলোকটি এই কথা বলল কারণ ইহুদী এবং সামেরীয়দের মধ্যে ধরা-ছোঁয়ার বাছ-বিচ ার ছিল।

১০ ঈসা সেই স্ত্রীলোকটিকে জবাব দিলেন, "তুমি যদি জানতে আল্লাহ্‌র দান কি আর কে তোমার কাছে পানি চাইছেন তবে তুমিই তাঁর কাছে পানি চাইতে আর তিনি তোমাকে জীবন্ত পানি দিতেন।"

১১ স্ত্রীলোকটি বলল, "কিন্তু আপনার কাছে পানি তুলবার কিছুই নেই আর কূয়াটাও গভীর। তবে সেই জীবন্ত পানি কোথা থেকে পেলেন? ১২ আপনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইয়াকুবের চেয়ে তো বড় নন। এই কূয়া তিনিই আমা দের দিয়েছেন। তিনি নিজে ও তাঁর ছেলেরা এই কূয়ার পানিই খেতেন আর তাঁর পশুপালও খেত।"

১৩ তখন ঈসা বললেন, "যে কেউ এই পানি খায় তার আবার পিপাসা পাবে। ১৪ কিন্তু আমি যে পানি দেব, ে য তা খাবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। সেই পানি তার দিলের মধ্যে উথলে-ওঠা ঝর্ণা মত হয়ে অনন্ত জী বন দান করবে।"

১৫ এতে স্ত্রীলোকটি ঈসাকে বলল, "আমাকে তবে সেই পানি দিন যেন আমার পিপাসা না পায় আর পানি তু লতে এখানে আসতে না হয়।"

১৬ ঈসা তাকে বললেন, "তবে যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে আন।"

১৭ স্ত্রীলোকটি বলল, "কিন্তু আমার স্বামী নেই।"

ঈসা তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ তোমার স্বামী নেই, ১৮ কারণ এর মধ্যেই তোমার পাঁচজন স্বামী হে য় গেছে, আর এখন যে তোমার সংগে আছে সে তোমার স্বামী নয়। তুমি সত্যি কথাই বলেছ।"

১৯ তখন স্ত্রীলোকটি ঈসাকে বলল, "আমি এখন বুঝতে পারলাম আপনি একজন নবী। ২০ আমাদের পূর্বপুরু ষেরা এই পাহাড়ে এবাদত করতেন, কিন্তু আপনারা বলে থাকেন জেরুজালেমেই লোকদের এবাদত করা উচিত।"

২১ ঈসা তাঁকে বললেন, "শোন, আমার কথায় ঈমান আন, এমন সময় আসছে যখন পিতার এবাদত তোমরা এই পাহাড়েও করবে না, জেরুজালেমেও করবে না। ২২ তোমরা যা জান না তার এবাদত করে থাক, কিন্তু আমরা যা জানি তারই এবাদত করি, কারণ নাজাত পাবার উপায় ইহুদীদের মধ্য দিয়েই এসেছে। ২৩ কিন্তু এমন সময় আসছে, এমন কি, এখনই সেই সময় এসে গেছে যখন আসল এবাদতকারীরা রূহে ও সত্যে পিতার এবাদত করে ব। পিতাও এই রকম এবাদতকারীদেরই খোঁজেন। ২৪ আল্লাহ্‌ রূহ্‌; যারা তাঁর এবাদত করে, রূহে ও সত্যে তাে দের সেই এবাদত করতে হবে।"

২৫ তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "আমি জানি মসীহ্ আসছেন। তিনি যখন আসবেন তখন সবই আমাদের জা
নাবেন।"
২৬ ঈসা তাকে বললেন, "আমিই তিনি, যিনি তোমার সংগে কথা বলছেন।"
২৭ এমন সময় তাঁর সাহাবীরা এসে একজন স্ত্রীলোকের সংগে ঈসাকে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হলেন। কিন্ত
তবুও তাঁরা কেউই বললেন না, "আপনি কি চাইছেন?" বা "কেন আপনি ওর সংগে কথা বলছেন?"
২৮ সেই স্ত্রীলোকটি তখন তার কলসী ফেলে রেখে গ্রামে গেল আর লোকদের বলল, ২৯ "তোমরা একজন লে
াককে এসে দেখ। আমি জীবনে যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন। তাহলে উনিই কি সেই মসীহ্?" ৩
০ এতে লোকেরা গ্রাম থেকে বের হয়ে ঈসার কাছে আসতে লাগল।
৩১ এর মধ্যে তাঁর সাহাবীরা তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, "হুজুর, কিছু খান।"
৩২ ঈসা তাঁদের বললেন, "আমার কাছে এমন খাবার আছে যার কথা তোমরা জান না।"
৩৩ তাতে সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগলেন, "তাহলে কি কেউ তাঁকে কোন খাবার এনে দিয়েছে?"
৩৪ তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই
হল আমার খাবার। ৩৫ তোমরা কি বল না, 'আর চার মাস বাকী আছে, তার পরেই ফসল কাটবার সময় হবে'? কি
ন্তু আমি তোমাদের বলছি, চোখ তুলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল কাটবার মত হয়েছে। ৩৬ যে
ফসল কাটে সে এখনই বেতন পাচ্ছে এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফসল জড়ো করে রাখছে। তার ফলে যে বীজ বে
ানে আর যে ফসল কাটে, দু'জনই সমানভাবে খুশী হয়। ৩৭ এতে এই কথা প্রমাণ হয় যে, 'একজন বোনে আর
অন্য একজন কাটে।' ৩৮ আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠালাম যার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নি। অন্যে
রা পরিশ্রম করেছে আর তোমরা সেই পরিশ্রমের ফসল কেটেছ।"
৩৯ যে স্ত্রীলোকটি এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে যা করেছে সবই তিনি তাকে বলে দিয়েছেন, তার কথা শুনে
ন সেই গ্রামের অনেক সামেরীয় লোক ঈসার উপর ঈমান আনল। ৪০ তারা ঈসার কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের সংগে
থাকতে অনুরোধ করল। সেইজন্য ঈসা সেখানে দু'দিন থাকলেন। ৪১ তখন তাঁর কথা শুনে আরও অনেক লোক
ঈমান আনল। ৪২ সেই স্ত্রীলোকটিকে তারা বলল, "এখন যে আমরা ঈমান এনেছি তা তোমার কথাতে নয়, কিন্তু
আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যে, উনি সত্যিই মানুষের নাজাতদাতা।"

রাজকর্মচারীর ছেলেটি সুস্থ হল

৪৩-৪৪ ঈসা বলেছিলেন যে, নিজের দেশে নবীর সম্মান নেই; সেই কথা পূর্ণ হবার জন্য সামেরিয়াতে দু'দিন থ
াকবার পর তিনি সেখান থেকে গালীল প্রদেশে চলে গেলেন। ৪৫ ঈদের সময় ঈসা জেরুজালেমে যা কিছু করেছিে
লন, গালীলের লোকেরা সেই ঈদে গিয়েছিল বলে সব দেখতে পেয়েছিল। এইজন্য ঈসা যখন গালীলে গেলেন তখ
ন সেখানকার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করল।
৪৬ পরে ঈসা আবার গালীলের সেই কান্না গ্রামে গেলেন। এখানেই তিনি পানিকে আংগুর-রস করেছিলেন। গ
ালীলের কফরনাহূম শহরে একজন রাজকর্মচারীর ছেলে অসুখে ভুগছিল। ৪৭ ঈসা এহুদিয়া থেকে গালীলে এসেছে
ন শুনে সেই রাজকর্মচারী তাঁর কাছে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন যেন তিনি কফরনাহূমে গিয়ে তাঁর ছেলেকে
সুস্থ করেন। তাঁর ছেলেটা তখন মরবার মত হয়েছিল।
৪৮ ঈসা সেই রাজকর্মচারীকে বললেন, "কোন অলৌকিক চিহ্ন বা কোন কুদরতি কাজ না দেখলে আপনারা কে
কানমতেই ঈমান আনবেন না।"
৪৯ তখন সেই রাজকর্মচারী বললেন, "দয়া করে আমার ছেলেটি মারা যাবার আগেই আসুন।"
৫০ ঈসা তাঁকে বললেন, "আপনি যান, আপনার ছেলেটি বাঁচল।" এতে তিনি ঈসার কথাতে বিশ্বাস করে চলে
গেলেন।
৫১ সেই কর্মচারী যখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথেই তাঁর গোলামেরা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "আপনার
ছেলেটি ভাল হয়ে গেছে।"

৫২ তিনি সেই গোলামদের জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কখন ভাল হয়েছে?"
তারা বলল, "গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর ছেড়েছে।"
৫৩ এতে ছেলেটির পিতা বুঝতে পারলেন, ঠিক সেই সময়েই ঈসা তাঁকে বলেছিলেন, "আপনার ছেলেটি বাঁচল।" তখন সেই রাজকর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সবাই ঈসার উপর ঈমান আনলেন।
৫৪ এহুদিয়া থেকে গালীলে আসবার পর ঈসা এই দ্বিতীয় অলৌকিক কাজ করলেন।

৫

আর একজন রোগী সুস্থ হল

১ এই সব ঘটনার পরে ঈসা জেরুজালেমে গেলেন, কারণ সেই সময় ইহুদীদের একটা ঈদ ছিল। ২ জেরুজালেমে মেষ-দরজার কাছে একটা পুকুর আছে; সেখানে পাঁচটা ছাদ-দেওয়া জায়গা আছে। হিব্রু ভাষায় পুকুরটার নাম বেথেস্‌দা। ৩ সেই সব জায়গায় অনেক রোগী পড়ে থাকত। অন্ধ, খোড়া, এমন কি শরীর যাদের একেবারে শুকিয়ে গেছে তেমন লোকও তাদের মধ্যে ছিল।
৪ একজন ফেরেশতা সময়ে সময়ে ঐ পুকুরে নেমে এসে পানি কাঁপাতেন, আর তার পরেই যে প্রথমে পানির মধ্যে নামত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত। ঐ সব রোগীরা পানি কাঁপবার অপেক্ষায় সেখানে পড়ে থাকত।

৫ আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছে তেমন একজন লোকও সেখানে ছিল। ৬ অনেক দিন ধরে সে এইভাবে পড়ে আছে জেনে ঈসা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি ভাল হবার ইচ্ছা আছে?"
৭ রোগীটি জবাব দিল, "আমার এমন কেউ নেই যে, পানি কেঁপে উঠবার সংগে সংগে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়। আমি যেতে না যেতেই আর একজন আমার আগে নেমে পড়ে।"
৮ ঈসা তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।" ৯ তখনই সেই লোকটি ভাল হয়ে গেল ও তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।
সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবার। ১০ এইজন্য যে লোকটিকে ভাল করা হয়েছিল তাকে ইহুদী নেতারা বললেন, "আজ বিশ্রামবার; শরীয়ত মতে বিছানা তুলে নেওয়া তোমার উচিত নয়।"
১১ তখন সে সেই নেতাদের বলল, "কিন্তু যিনি আমাকে ভাল করেছেন তিনিই আমাকে বলেছেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।'"
১২ তাঁরা সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সেই লোক, যে তোমাকে বলেছে, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'?" ১৩ কিন্তু যে লোকটি ভাল হয়েছিল সে জানত না তিনি কে, কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক ভিড় করেছিল বলে ঈসা চলে গিয়েছিলেন।
১৪ এর পরে ঈসা সেই লোকটিকে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখ, তুমি ভাল হয়েছ। গুনাহে জীবন আর কাটায়ো না, যেন তোমার আরও ক্ষতি না হয়।" ১৫ তখন সেই লোকটি গিয়ে ইহুদী নেতাদের বলল যে, তাকে যিনি ভাল করেছেন তিনি ঈসা।

পুত্রের অধিকার

১৬ বিশ্রামবারে ঈসা এই সব কাজ করছিলেন বলে ইহুদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করলেন। ১৭ তখন তিনি সেই নেতাদের বললেন, "আমার পিতা সব সময় কাজ করছেন এবং আমিও করছি।"
১৮ ঈসার এই কথার জন্য ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, কারণ তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের নিয়ম ভাংছিলেন তা নয়, আল্লাহ্‌কে নিজের পিতা বলে ডেকে নিজেকে আল্লাহ্‌র সমানও করছিলেন।
১৯ এতে ঈসা সেই নেতাদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তা-ই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন পুত্রও তা-ই করেন। ২০ পি

তা পুত্রকে মহব্বত করেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করেন সমস্তই পুত্রকে দেখান। তিনি এগুলোর চেয়ে আরও ম
হৎ মহৎ কাজ পুত্রকে দেখাবেন, যেন পুত্রকে সেই সব কাজ করতে দেখে আপনারা আশ্চর্য হন। [২১] পিতা যেমন
মৃতদের জীবন দিয়ে উঠান ঠিক তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। [২২] পিতা কারও বিচার করে
ন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন, [২৩] যেন পিতাকে যেমন সবাই সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও স
ম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাকেও সে সম্মান করে না।

[২৪] "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমা
ন আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গে
ছে। [২৫] আমি আপনাদের সত্যি বলছি, এমন সময় আসছে, বরং এখনই এসেছে, যখন মৃতেরা ইব্নুল্লাহ্‌র গলার
আওয়াজ শুনবে এবং যারা শুনবে তারা জীবিত হবে। [২৬] এর কারণ হল, পিতা নিজে যেমন জীবনের অধিকারী ে
তমনি তিনি পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন।

[২৭] পিতা পুত্রকে মানুষের বিচার করবার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি ইব্নে-আদম। [২৮] এই কথা শুনে অ
াশ্চর্য হবেন না, কারণ এমন সময় আসছে, যারা কবরে আছে তারা সবাই ইব্নে-আদমের গলার আওয়াজ শুনে বে
র হয়ে আসবে। [২৯] যারা ভাল কাজ করেছে তারা জীবন পাবার জন্য উঠবে, আর যারা অন্যায় কাজ করে সময় কা
টিয়েছে তারা শাস্তি পাবার জন্য উঠবে। [৩০] আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না; যেমন শুনি তেমনই বিচার
করি। আমি ন্যায়ভাবে বিচার করি, কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করতে চাই না কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েে
ছন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে চাই।

হযরত ঈসা মসীহের বিষয়ে সাক্ষ্য

[৩১] "আমিই যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্যি নয়। [৩২] অন্য একজন আছে
ন যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর আমি জানি আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দেন তা সত্য। [৩৩] আপনারা
ইয়াহিয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। [৩৪] অবশ্য আমি মানুষে
র সাক্ষ্যের উপর ভরসা করি না, কিন্তু যেন আপনারা নাজাত পান সেইজন্য এই সব কথা বলছি। [৩৫] ইয়াহিয়াই ি
ছলেন সেই জ্বলন্ত বাতি যা আলো দিচ্ছিল; আপনারা কিছু সময়ের জন্য তাঁর সেই আলোতে আনন্দ করতে রাজী
হয়েছিলেন। [৩৬] কিন্তু ইয়াহিয়ার সাক্ষ্যের চেয়ে আরও বড় সাক্ষ্য আমার আছে, কারণ পিতা আমাকে যে কাজগুে
লা করতে দিয়েছেন সেগুলোই আমি করছি। আর সেগুলো আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে, পিতাই আমাকে পাি
ঠয়েছেন। [৩৭] সেই পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আপনারা কখ
নও তাঁর গলার আওয়াজও শোনেন নি, চেহারাও দেখেন নি। [৩৮] তা ছাড়া তাঁর কালাম আপনাদের দিলে থাকে না
, কারণ তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর আপনারা ঈমান আনেন নি। [৩৯] আপনারা পাক-কিতাব খুব মনোযোগ
দিয়ে তেলাওয়াত করেন, কারণ আপনারা মনে করেন তার দ্বারা অনন্ত জীবন পাবেন। কিন্তু সেই কিতাব তো আম
ারই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; [৪০] তবুও আপনারা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে চান না।

[৪১] "আমি মানুষের প্রশংসা পাবার চেষ্টা করি না, [৪২] কিন্তু আমি আপনাদের জানি। আমি জানি আপনাদের ি
দলে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত নেই। [৪৩] আমি আমার পিতার নামে এসেছি আর আপনারা আমাকে গ্রহণ করছেন না
; কিন্তু অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তাকে আপনারা গ্রহণ করবেন। [৪৪] আপনারা একজন অন্যজনের
কাছ থেকে প্রশংসা পাবার আশা করেন, কিন্তু যে প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া যায় তার চেষ্টাও
করেন না। এর পরে আপনারা কেমন করে ঈমান আনতে পারেন? [৪৫] মনে করবেন না যে, পিতার কাছে আমি আ
পনাদের দোষী করব; কিন্তু যে মূসার উপরে আপনারা আশা করে আছেন সেই মূসাই আপনাদের দোষী করছেন।
[৪৬] যদি আপনারা মূসাকে বিশ্বাস করতেন তবে আমাকেও বিশ্বাস করতেন, কারণ মূসা নবী তো আমারই বিষয়ে
লিখেছেন। [৪৭] কিন্তু যখন তাঁর লেখায়ই আপনারা বিশ্বাস করেন না তখন কেমন করে আমার কথায় বিশ্বাস করে
বেন?"

পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো

১ এর পরে ঈসা গালীল সাগরের অন্য পারে চলে গেলেন। এই সাগরকে টিবেরিয়াস সাগরও বলা হয়। ২ অনেক লোক ঈসার পিছনে পিছনে যেতে লাগল, কারণ রোগীদের উপর তিনি চিহ্ন হিসাবে যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তারা তা দেখেছিল। ৩ ঈসা তাঁর সাহাবীদের নিয়ে একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বসলেন। ৪ সেই সময় ইহুদীদের উদ্ধার-ঈদ কাছে এসেছিল। ৫ ঈসা চেয়ে দেখলেন অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে। তিনি ফিলিপকে বললেন, "এই লোকদের খাওয়াবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব?" ৬ ফিলিপকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি ঐ কথা বললেন, কারণ কি করবেন তা তিনি জানতেন।

৭ ফিলিপ ঈসাকে বললেন, "ওরা যদি প্রত্যেকে অল্প করেও পায় তবু দু'শো দীনারের রুটিতেও কুলাবে না।"

৮ ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন-পিতরের ভাই। ৯ আন্দ্রিয় ঈসাকে বললেন, "এখানে একটা ছোট ছেলের কাছে পাঁচটা যবের রুটি আর দু'টা মাছ আছে, কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কি হবে?"

১০ ঈসা বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। লোকেরা তারই উপর বসে গেল। সেখানে পুরুষের সংখ্যাই ছিল কমবেশি পাঁচ হাজার। ১১ এর পরে ঈসা সেই রুটি কয়খানা নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসে ছিল তাদের ভাগ করে দিলেন। সেইভাবে তিনি মাছও দিলেন। যে যত চাইল তত পেল।

১২ লোকেরা পেট ভরে খেলে পর ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "যে টুকরাগুলো বাকী আছে সেগুলো একসংগে জড়ো কর যেন কিছুই নষ্ট না হয়।" ১৩ লোকেরা খাবার পরে সেই পাঁচখানা রুটির যা বাকী ছিল সাহাবীরা তা জড়ো করে বারোটা টুকরি ভর্তি করলেন।

১৪ ঈসার এই অলৌকিক কাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল, "দুনিয়াতে যে নবীর আসবার কথা আছে ইনি সত্যিই সেই নবী।" ১৫ এতে ঈসা বুঝলেন, লোকেরা তাঁকে জোর করে তাদের বাদশাহ্‌ করবার জন্য ধরতে আসছে। সেইজন্য তিনি একাই আবার সেই পাহাড়ে চলে গেলেন।

পানির উপর দিয়ে হাঁটা

১৬ সন্ধ্যা হলে পর ঈসার সাহাবীরা সাগরের ধারে গেলেন, ১৭ আর নৌকায় উঠে কফরনাহূম শহরে যাবার জন্য সাগর পার হতে লাগলেন। সেই সময় অন্ধকার হয়েছিল, আর তখনও ঈসা তাঁদের কাছে আসেন নি। ১৮ খুব জোরে বাতাস বইছিল বলে সাগরেও বড় বড় ঢেউ উঠছিল। ১৯ পাঁচ-ছয় কিলোমিটার নৌকা বেয়ে যাবার পর তাঁরা দেখলেন, ঈসা সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের নৌকার কাছে আসছেন। এ দেখে সাহাবীরা খুব ভয় পেলেন। ২০ তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "ভয় কোরো না; এ আমি।"

২১ সাহাবীরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন, আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকাটা তখনই সেখানে পৌঁছে গেল।

জীবন-রুটির বিষয়ে উপদেশ

২২ সাগরের অন্য পারে যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, পরদিন তারা বুঝতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটা নৌকা ছাড়া আর অন্য কোন নৌকা ছিল না। তারা আরও বুঝতে পারল যে, ঈসা তাঁর সাহাবীদের সংগে সেই নৌকায় ওঠেন নি বরং সাহাবীরা একাই চলে গিয়েছিলেন। ২৩ তবে যেখানে ঈসা শুকরিয়া জানাবার পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল সেই জায়গার কাছে তখন টিবেরিয়াস শহর থেকে কয়েকটা নৌকা আসল। ২৪ এইজন্য লোকেরা যখন দেখল যে, ঈসা বা তাঁর সাহাবীরা কেউই সেখানে নেই তখন তারা সেই নৌকাগুলোতে উঠে ঈসাকে খুঁজবার জন্য কফরনাহূমে গেল। ২৫ সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে খুঁজে পেয়ে বলল, "হুজুর, আপনি কখন এখানে এসেছেন?"

২৬ ঈসা জবাব দিলেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আপনারা অলৌকিক কাজ দেখেছেন বলেই যে আম
ার খোঁজ করছেন তা নয়, বরং পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন। ২৭ কিন্তু যে খাবার নষ্ট হ
য় যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত
হন। সেই খাবারই ইব্‌নে-আদম আপনাদের দেবেন, কারণ পিতা আল্লাহ্‌ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই কাজ
করবার অধিকার কেবল তাঁরই আছে।
২৮ এতে লোকেরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আল্লাহ্‌র কাজ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?"
২৯ ঈসা তাদের বললেন, "আল্লাহ্‌ যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর ঈমান আনাই হল আল্লাহ্‌র কাজ।"
৩০ তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি এমন অলৌকিক কাজ আপনি করবেন যা দেখে আমরা আ
পনার উপর ঈমান আনতে পারি? আপনি কি কাজ করবেন? ৩১ আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো মরুভূমিতে মান্না খে
য়ছিলেন। পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন।'"
৩২ ঈসা তাদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, বেহেশত থেকে যে রুটি আপনারা পেয়েছিলেন ত
া মূসা নবী আপনাদের দেন নি, কিন্তু আমার পিতা সত্যিকারের রুটি বেহেশত থেকে আপনাদের দিচ্ছেন। ৩৩ বে
হেশত থেকে নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন তিনিই আল্লাহ্‌র দেওয়া রুটি।"
৩৪ লোকেরা তাঁকে বলল, "হুজুর, তাহলে সেই রুটিই সব সময় আমাদের দিন।"
৩৫ ঈসা তাদের বললেন, "আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে
আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না। ৩৬ আমি তো আপনাদের বলেছি যে, আপনারা
আমাকে দেখেছেন কিন্তু তবুও ঈমান আনেন নি। ৩৭ পিতা আমাকে যাদের দেন তারা সবাই আমার কাছে আসবে
। যে আমার কাছে আসে আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না, ৩৮ কারণ আমি আমার ইচ্ছামত কাজ ক
রতে আসি নি, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামত কাজ করতে বেহেশত থেকে নেমে এসেছি। ৩৯ যি
ন আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে, যাদের তিনি আমাকে দিয়েছেন তাদের একজনকেও যেন আমি না হারা
ই বরং শেষ দিনে জীবিত করে তুলি। ৪০ আমার পিতার ইচ্ছা এই– আপনাদের মধ্যে যাঁরা পুত্রকে দেখে তাঁর উ
পর ঈমান আনেন তাঁরা যেন অনন্ত জীবন পান। আর আমিই তাঁদের শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।"
৪১ তখন ইহুদী নেতারা ঈসার বিরুদ্ধে বকবক করতে লাগলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন, "বেহেশত থেকে যে
রুটি নেমে এসেছে আমিই সেই রুটি।"
৪২ সেই নেতারা বলতে লাগলেন, "এ কি ইউসুফের ছেলে ঈসা নয়? এর পিতা-মাতাকে তো আমরা চিনি।
তবে এ কেমন করে বলে, 'আমি বেহেশত থেকে নেমে এসেছি'?"
৪৩ ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা নিজেদের মধ্যে বকবক করবেন না। ৪৪ আমার পিতা, যিনি আমাকে পা
ঠিয়েছেন তিনি টেনে না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না। আর আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত কে
র তুলব। ৪৫ নবীদের কিতাবে লেখা আছে, 'তারা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে শিক্ষা পাবে।' যে কেউ পিতার কাছ থে
ক শুনে শিক্ষা পেয়েছে সে-ই আমার কাছে আসে। ৪৬ পিতাকে কেউ দেখে নি, কেবল যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে
এসেছেন তিনিই তাঁকে দেখেছেন। ৪৭ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর ঈমান আনে সে ত
খনই অনন্ত জীবন পায়।"
৪৮ "আমিই জীবন-রুটি। ৪৯ আপনাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন, আর তবুও তাঁরা মারা গে
গছেন। ৫০ কিন্তু এ সেই রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে, যাতে মানুষ তা খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই
পায়। ৫১ আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে। এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীব
ন পাবে। আমার শরীরই সেই রুটি। মানুষ যেন জীবন পায় সেইজন্য আমি আমার এই শরীর দেব।"
৫২ এই কথা শুনে ইহুদী নেতাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হল। তাঁরা বলতে লাগলেন, "কেমন করে এই লোক
টা তার শরীর আমাদের খেতে দিতে পারে?"

৫৩ ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, ইব্‌নে-আদমের গোশ্‌ত ও রক্ত যদি আপনারা না
খান তবে আপনাদের মধ্যে জীবন নেই। ৫৪ যদি কেউ আমার গোশ্‌ত ও রক্ত খায় সে অনন্ত জীবন পায়, আর আ
মি শেষ দিনে তাকে জীবিত করে তুলব। ৫৫ আমার গোশ্‌তই হল আসল খাবার আর আমার রক্তই আসল পানীয়
। ৫৬ যে আমার গোশ্‌ত ও রক্ত খায় সে আমারই মধ্যে থাকে আর আমিও তার মধ্যে থাকি। ৫৭ জীবন্ত পিতা আ
মাকে পাঠিয়েছেন আর তাঁরই দরুন আমি জীবিত আছি। ঠিক সেইভাবে যে আমাকে খায় সেও আমার দরুন জীবি
ত থাকবে। ৫৮ এ সেই রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা যে রুটি খেয়েও মারা গে
ছেন এ সেই রকম রুটি নয়। এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে।"

লোকদের অবিশ্বাস

৫৯ কফরনাহূমের মজলিস-খানায় শিক্ষা দেবার সময় ঈসা এই কথা বলেছিলেন। ৬০ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে
অনেকে এই কথা শুনে বলল, "এ বড় কঠিন শিক্ষা। কে এটা গ্রহণ করতে পারে?"

৬১ ঈসা নিজের মনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাহাবীরা এই বিষয় নিয়ে বকবক করছে। সেইজন্য তিনি তাঁ
দের বললেন, "এতে কি তোমরা মনে বাধা পাচ্ছ? ৬২ তবে ইব্‌নে-আদম আগে যেখানে ছিলেন তাঁকে সেখানে উ
ঠে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? ৬৩ মানুষের শরীর কোন কাজের নয়; পাক-রূহ্‌ই জীবন দেন। আমি তোমা
দের যে কথাগুলো বলেছি তা রূহানী জীবন দান করে, ৬৪ কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা আমা
র উপর ঈমান আনে নি।"

কে কে ঈসার উপর ঈমান আনে নি আর কে-ই বা তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, ঈসা প্রথম থেকেই তা
জানতেন। ৬৫ সেইজন্য তিনি বললেন, "তাই আমি তোমাদের বলেছি যে, পিতা শক্তি না দিলে কেউই আমার কা
ছে আসতে পারে না।"

হযরত পিতরের সাক্ষ্য

৬৬ ঈসার এই কথার জন্য সাহাবীদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল এবং তাঁর সংগে চলাফেরা বন্ধ করে দিল। ৬৭
এইজন্য ঈসা সেই বারোজন সাহাবীকে বললেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাও?"

৬৮ শিমোন-পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আমরা কার কাছে যাব? অনন্ত জীবনের বাণী তো আপনারই কা
ছে আছে। ৬৯ আমরা ঈমান এনেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই আল্লাহ্‌র সেই পবিত্রজন।"

৭০ তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের বারোজনকে কি বেছে নিই নি? অথচ তোমাদেরই মধ্যে এ
কজন শত্রু আছে।" ৭১ এখানে ঈসা শিমোন ইষ্কারিয়োতের ছেলে এহুদার কথা বলছিলেন, কারণ সে-ই পরে ঈসা
কে ধরিয়ে দেবে। সে ছিল সেই বারোজনের মধ্যে একজন।

৭

হযরত ঈসা মসীহের ভাইদের অবিশ্বাস

১ এর পরে ঈসা গালীল প্রদেশের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগলেন। ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করতে চাই
ছিলেন বলে তিনি এহুদিয়া প্রদেশে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন।

২ তখন ইহুদীদের কুঁড়ে-ঘরের ঈদের সময় প্রায় কাছে এসেছিল। ৩ এইজন্য ঈসার ভাইয়েরা তাঁকে বললেন
, "এই জায়গা ছেড়ে এহুদিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যে সব কাজ করছ তোমার সাহাবীরা তা দেখতে পায়। ৪
যদি কেউ চায় লোকে তাকে জানুক তবে সে গোপনে কিছু করে না। তুমি যখন এই সব কাজ করছ তখন লোকে
দের সামনে নিজেকে দেখাও।" ৫ আসলে ঈসার ভাইয়েরাও তাঁর উপর ঈমান আনেন নি।

৬ এতে ঈসা তাঁদের বললেন, "আমার সময় এখনও হয় নি, কিন্তু তোমাদের তো অসময় বলে কিছু নেই। ৭
দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, কারণ আমি তাদের বিষয়ে এই সা
ক্ষ্য দিই যে, তাদের সব কাজই খারাপ। ৮ তোমরাই ঈদে যাও। আমার সময় এখনও পূর্ণ হয় নি বলে আমি এখ
ন যাব না।" ৯ এই সব কথা বলে ঈসা গালীলেই থেকে গেলেন।

১০ কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ঈদে চলে যাবার পর তিনিও সেখানে গেলেন, তবে খোলাখুলিভাবে গেলেন না, গোপ
নে গেলেন। ১১ ঈদের সময়ে ইহুদী নেতারা ঈসার খোঁজ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "সেই লোকটা ে
কাথায়?"

১২ ভিড়ের মধ্যে লোকেরা ঈসার বিষয়ে বিড়বিড় করে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলতে লাগল। কেউ কেউ
বলল, "তিনি ভাল লোক।" আবার কেউ কেউ বলল, "না, সে লোকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।" ১৩ কিন্তু ইহুদ
ী নেতাদের ভয়ে খোলাখুলিভাবে কেউই তাঁর বিষয়ে কিছু বলল না।

ঈদের সময়ে হযরত ঈসা মসীহের শিক্ষা

১৪ সেই ঈদের মাঝামাঝি সময়ে ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। এতে ইহুদী নেতা
রা আশ্চর্য হয়ে বললেন, ১৫ "এই লোকটি কোন শিক্ষা লাভ না করে কিভাবে এই সব সম্বন্ধে জানে?"

১৬ জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছে
ন, তাঁরই। ১৭ যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহ্‌র কাছ থে
ক এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি। ১৮ যে নিজ থেকে কথা বলে সে তার নিজের প্রশংসারই চেষ্টা করে, কিন্তু
যিনি পাঠিয়েছেন, কেউ যদি তাঁরই প্রশংসার চেষ্টা করে তবে সে সত্যবাদী এবং তার মনে কোন ছলনা নেই। ১৯
মূসা নবী কি আপনাদের শরীয়ত দেন নি? কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ সেই শরীয়ত পালন করেন না। তবে কে
ন আপনারা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছেন?"

২০ লোকেরা জবাব দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে; কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?"

২১ ঈসা তাদের বললেন, "আমি একটা কাজ করেছি বলে আপনারা সবাই অবাক হচ্ছেন। ২২ মূসা আপনাদে
র খৎনা করাবার নিয়ম দিয়েছেন, আর সেই খৎনা আপনারা বিশ্রামবারেও করিয়ে থাকেন। অবশ্য এই নিয়ম মূসা
র কাছ থেকে আসে নি, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই এসেছে। ২৩ খুব ভাল, মূসা নবীর নিয়ম না ভাংবার জন্য যদি
বিশ্রামবারেও ছেলেদের খৎনা করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করেছি বলে
আপনারা আমার উপর রাগ করছেন কেন? ২৪ বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায়ভাবে বিচার করুন
।"

২৫ তখন জেরুজালেমের কয়েকজন লোক বলল, "যাকে নেতারা হত্যা করতে চান, এ কি সেই লোক নয়? ২৬
কিন্তু সে তো খোলাখুলিভাবে কথা বলছে অথচ নেতারা কেউ তাকে কিছুই বলছেন না। তাহলে সত্যিই কি তাঁরা
জানতে পেরেছেন যে, এই লোকটিই মসীহ্? ২৭ তবে আমরা তো জানি এ কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু মসীহ্ য
খন আসবেন তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।"

২৮ তারপর ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দেবার সময় জোরে জোরেই বললেন, "আপনারা আমাকেও জানে
ন, আর আমি কোথা থেকে এসেছি তা-ও জানেন। তবে আমি নিজে থেকে আসি নি, কিন্তু সত্য আল্লাহ্ আমাকে
পাঠিয়েছেন। ২৯ তাঁকে আপনারা জানেন না কিন্তু আমি জানি, কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি আর তিনিই
আমাকে পাঠিয়েছেন।"

৩০ এতে সেই লোকেরা ঈসাকে ধরতে চাইল, কিন্তু তখনও তাঁর সময় হয় নি বলে কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল
না। ৩১ তবে লোকদের মধ্যে অনেকে ঈসার উপর ঈমান এনে বলল, "ইনি তো অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন
। মসীহ্ এসে কি এর চেয়েও বেশী অলৌকিক কাজ করবেন?"

৩২ লোকেরা যে ঈসার সম্বন্ধে এই সব কথা বলাবলি করছে তা ফরীশীরা শুনতে পেলেন। তখন প্রধান ইমামে
রা ও ফরীশীরা ঈসাকে ধরবার জন্য কয়েকজন কর্মচারী পাঠিয়ে দিলেন। ৩৩ ঈসা বললেন, "আমি আর বেশী দিন
আপনাদের মধ্যে নেই। তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি তাঁর কাছে চলে যাব। ৩৪ আপনারা আমাকে তা
লাশ করবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না।"

৩৫ ঈসার এই কথাতে ইহুদী নেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "এই লোকটা কোথায় যাবে ে
য, আমরা তাকে তালাশ করে পাব না? অ-ইহুদীদের মধ্যে যে ইহুদীরা ছড়িয়ে রয়েছে, সে কি সেখানে গিয়ে অ-ই

হুদীদের শিক্ষা দেবে? [৩৬] সে যে বলল, 'আপনারা আমাকে তালাশ করবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না,' এই কথার মানে কি?"

[৩৭] ঈদের শেষের দিনটাই ছিল প্রধান দিন। সেই দিন ঈসা দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন, "কারও যদি পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে পানি খেয়ে যাক। [৩৮] যে আমার উপর ঈমান আনে, পাক-কিতাবের কথামত তার দিল থেকে জীবন্ত পানির নদী বইতে থাকবে।"

[৩৯] ঈসার উপর ঈমান এনে যারা পাক-রূহ্‌কে পাবে সেই পাক-রূহের বিষয়ে ঈসা এই কথা বললেন। পাক-রূহ্‌কে তখনও দেওয়া হয় নি কারণ তখনও ঈসা তাঁর মহিমা ফিরে পান নি।

লোকদের মধ্যে মতের অমিল

[৪০] এই সব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "সত্যি ইনিই সেই নবী।"

[৪১] অন্যেরা বলল, "ইনিই মসীহ্‌।"

কিন্তু কেউ কেউ বলল, "মসীহ্‌ কি গালীল প্রদেশ থেকে আসবেন? [৪২] পাক-কিতাব কি বলে নি, দাউদ যে গ্রামে থাকতেন সেই বেথেলহেমে এবং তাঁরই বংশে মসীহ্‌ জন্মগ্রহণ করবেন?"

[৪৩] এইভাবে ঈসাকে নিয়ে লোকদের মধ্যে একটা মতের অমিল দেখা দিল। [৪৪] কয়েকজন ঈসাকে ধরতে চাইল কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না।

[৪৫] যে কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছিল তারা প্রধান ইমামদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরে আসল। তখন তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে আন নি কেন?"

[৪৬] সেই কর্মচারীরা বলল, "লোকটা যেভাবে কথা বলে সেইভাবে আর কেউ কখনও বলে নি।"

[৪৭] এতে ফরীশীরা সেই কর্মচারীদের বললেন, "তোমরাও কি ঠকে গেলে? [৪৮] নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ তো তার উপর ঈমান আনে নি। [৪৯] কিন্তু এই যে সাধারণ লোকেরা, এরা তো মূসার শরীয়ত জানে না; এদের উপর বদদোয়া রয়েছে।"

[৫০] নীকদীম, যিনি আগে ঈসার কাছে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এই সব ফরীশীদের মধ্যে একজন। [৫১] তিনি বললেন, "কারও মুখের কথা না শুনে এবং সে কি করেছে তা না জেনে কাউকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কি আমাদের শরীয়তে রয়েছে?"

[৫২] ফরীশীরা নীকদীমকে জবাব দিলেন, "তুমিও কি গালীলের লোক? পাক-কিতাবে খুঁজে দেখ, গালীলে কোন নবীর জন্মগ্রহণ করবার কথা নেই।"

৮

জেনাকারী স্ত্রীলোকের বিচার

[১] এর পরে লোকেরা প্রত্যেকে যে যার বাড়ীতে চলে গেল, কিন্তু ঈসা জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। [২] পরের দিন খুব সকালে ঈসা আবার বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলে পর সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসল। তখন তিনি বসে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। [৩-৪] এমন সময় আলেম ও ফরীশীরা একজন স্ত্রীলোককে ঈসার কাছে নিয়ে আসলেন। স্ত্রীলোকটি জেনায় ধরা পড়েছিল। আলেম ও ফরীশীরা সেই স্ত্রীলোকটিকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ঈসাকে বললেন, "হুজুর, এই স্ত্রীলোকটি জেনায় ধরা পড়েছে। [৫] তৌরাত শরীফে মূসা এই রকম স্ত্রীলোকদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে আমাদের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু আপনি কি বলেন?"

[৬] তাঁরা ঈসাকে পরীক্ষা করবার জন্যই এই কথা বললেন, যাতে তাঁকে দোষ দেবার একটা কারণ তাঁরা খুঁজে পান। তখন ঈসা নীচু হয়ে আংগুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। [৭] কিন্তু তাঁরা যখন কথাটা বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তখন তিনি উঠে তাঁদের বললেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি কোন গুনাহ্‌ করেন নি তিনিই প্রথমে ওকে পাথর মারুন।" [৮] এর পরে তিনি নীচু হয়ে আবার মাটিতে লিখতে লাগলেন।

৯ এই কথা শুনে সেই নেতাদের মধ্যে বুড়ো লোক থেকে শুরু করে একে একে সবাই চলে গেলেন। ঈসা কে
বল একা রইলেন আর সেই স্ত্রীলোকটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ১০ ঈসা উঠে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তাঁ
রা কোথায়? কেউ কি তোমাকে শাস্তির উপযুক্ত মনে করেন নি?"
১১ স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, "জ্বী না হুজুর, কেউই করেন নি।"
তখন ঈসা বললেন, "আমিও করি না। আচ্ছা যাও; গুনাহে জীবন আর কাটায়ো না।"

হযরত ঈসা মসীহ্ দুনিয়ার নূর

১২ পরে ঈসা আবার লোকদের বললেন, "আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা
ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।"
১৩ এতে ফরীশীরা ঈসাকে বললেন, "তোমার সাক্ষ্য সত্যি নয়, কারণ তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছ
।"
১৪ ঈসা তাঁদের জবাব দিলেন, "যদিও আমি নিজের পক্ষে নিজে সাক্ষ্য দিই তবুও আমার সাক্ষ্য সত্যি, কারণ
আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যা
চ্ছ তা আপনারা জানেন না। ১৫ মানুষ যেভাবে বিচার করে আপনারা সেইভাবে বিচার করে থাকেন, কিন্তু আমি ক
ারও বিচার করি না। ১৬ কিন্তু যদি আমি কখনও বিচার করি তবে আমার সেই বিচার সত্যি, কারণ আমি একা নই
। আমি তো আছিই আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার সংগে আছেন। ১৭ আপনাদের শরীয়তে ে
লেখা আছে, দু'জন যদি একই সাক্ষ্য দেয় তবে তা সত্যি। ১৮ আমিই আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই, আর যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন।"
১৯ ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "তোমার পিতা কোথায়?"
ঈসা জবাব দিলেন, "আপনারা আমাকেও জানেন না আর আমার পিতাকেও জানেন না। যদি আমাকে জানতে
ন তবে আমার পিতাকেও জানতেন।"
২০ বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দেবার সময়ে দান দেবার জায়গায় ঈসা এই সব কথা বললেন। কিন্তু তখনও
তাঁর সময় হয় নি বলে কেউই তাঁকে ধরল না।

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে হযরত ঈসা মসীহ্

২১ ঈসা আবার ফরীশীদের বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে তালাশ করবেন, কিন্তু আপনারা
আপনাদের গুনাহের মধ্যে মরবেন। আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে আসতে পারবেন না।"
২২ তখন ইহুদী নেতারা বললেন, "সে আত্মহত্যা করবে নাকি? কারণ সে বলছে, 'আমি যেখানে যাচ্ছি আপনা
রা সেখানে আসতে পারবেন না।'"
২৩ ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি উপর থেকে এসেছি আর আপনারা নীচ থেকে এসেছেন। আপনারা এই দুনি
য়ার, কিন্তু আমি এই দুনিয়ার নই। ২৪ তাই আমি আপনাদের বলেছি, আপনারা আপনাদের গুনাহের মধ্যে মরবে
ন। যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন যে, আমিই সেই, তবে আপনাদের গুনাহের মধ্যেই আপনারা মরবেন।"
২৫ এতে নেতারা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"
তিনি তাঁদের বললেন, "প্রথম থেকে আমি আপনাদের যা বলছি আমি তা-ই। ২৬ আপনাদের সম্বন্ধে বলবার
আর বিচার করে দেখবার আমার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর মধ্যে মিথ্যা নেই; আ
ম তাঁর কাছে যা শুনেছি তা-ই মানুষকে বলি।"
২৭ তাঁরা বুঝলেন না ঈসা পিতার বিষয়েই তাঁদের কাছে বলছিলেন। ২৮ এইজন্য ঈসা বললেন, "যখন আপন
ারা ইব্নে-আদমকে উঁচুতে তুলবেন তখন বুঝতে পারবেন যে, আমিই সেই। আর এও বুঝতে পারবেন যে, আমি
নিজে থেকে কোন কিছুই করি না, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি। ২৯ যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমার সংগে আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি, কারণ যে কাজে তিনি সন্তু

ষ্ট হন আমি সব সময় সেই কাজই করি।” ৩০ ঈসা যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন অনেকেই তাঁর উপর ঈমা
ন আনল।

হযরত ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে ইহুদীরা

৩১ যে ইহুদীরা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল ঈসা তাদের বললেন, “আমার কথামত যদি আপনারা চলেন তবে
সত্যিই আপনারা আমার উম্মত। ৩২ তা ছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মু
ক্ত করবে।”

৩৩ ইহুদী নেতারা তখন ঈসাকে বললেন, “আমরা ইব্রাহিমের বংশের লোক; আমরা কখনও কারও গোলাম হ
ই নি। তুমি কি করে বলছ যে, আমাদের মুক্ত করা হবে?”

৩৪ ঈসা তাঁদের এই জবাব দিলেন, “আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, যারা গুনাহে পড়ে থাকে তারা সবাই গু
নাহের গোলাম। ৩৫ গোলাম চিরদিন বাড়ীতে থাকে না কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে। ৩৬ তাই পুত্র যদি আপনাদের ম
ক্ত করেন তবে সত্যিই আপনারা মুক্ত হবেন। ৩৭ আমি জানি আপনারা ইব্রাহিমের বংশের লোক, কিন্তু তবুও আ
পনারা আমাকে হত্যা করতে চাইছেন, কারণ আমার কথা আপনাদের দিলে কোন স্থান পায় না। ৩৮ আমি আমার
পিতার কাছে যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলি, আর আপনারা আপনাদের পিতার কাছ থেকে যা শুনেছেন তা-ই করে
থাকেন।”

৩৯ এতে সেই ইহুদী নেতারা ঈসাকে বললেন, “ইব্রাহিমই আমাদের পিতা।”

ঈসা তাঁদের বললেন, “যদি আপনারা ইব্রাহিমের সন্তান হতেন তবে ইব্রাহিমের মতই কাজ করতেন। ৪০ আ
ল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে সত্য আমি জেনেছি তা-ই আপনাদের বলেছি, আর তবুও আপনারা আমাকে হত্যা করতে চা
ইছেন; কিন্তু ইব্রাহিম এই রকম করেন নি। ৪১ আপনাদের পিতা যা করে আপনারা তা-ই করছেন।”

তাঁরা ঈসাকে বললেন, “আমরা তো জারজ নই। আমাদের একজনই পিতা আছেন, সেই পিতা হলেন আল্লাহ্‌
।”

৪২ ঈসা তাঁদের বললেন, “সত্যিই যদি আল্লাহ্‌ আপনাদের পিতা হতেন তবে আপনারা আমাকে মহব্বত করে
তন, কারণ আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছি আর এখন আপনাদের মধ্যে আছি। আমি নিজ থেকে আসি নি, কি
ন্তু তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। ৪৩ কেন আপনারা আমার কথা বোঝেন না? তার কারণ এই যে, আপনারা আমা
র কথা সহ্য করতে পারেন না। ৪৪ ইবলিসই আপনাদের পিতা আর আপনারা তারই সন্তান; সেইজন্য আপনারা
তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। ইবলিস প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও সত্যে বাস করে নি, কারণ তার মধ্যে সত্য ে
নই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম তা
র মধ্য থেকেই হয়েছে। ৪৫ কিন্তু আমি সত্যি কথা বলি, আর তাই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন না। ৪৬ আপ
নাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহ্‌গার বলে প্রমাণ করতে পারেন? যদি আমি সত্যি কথাই বলি তবে কেন আপনারা
আমাকে বিশ্বাস করেন না? ৪৭ যে লোক আল্লাহ্‌র, সে আল্লাহ্‌র কথা শোনে। আপনারা আল্লাহ্‌র নন বলে আল্লাহ্‌
র কথা শোনেন না।”

৪৮ তখন ইহুদী নেতারা ঈসাকে বললেন, “আমরা কি ঠিক বলি নি যে, তুমি একজন সামেরীয় আর তোমাকে
ভূতে পেয়েছে?”

৪৯ জবাবে ঈসা বললেন, “আমাকে ভূতে পায় নি। আমি আমার পিতাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনারা আমাে
ক অসম্মান করেন। ৫০ আমি আমার নিজের প্রশংসার চেষ্টা করি না, কিন্তু একজন আছেন যিনি আমাকে সম্মান দ
ান করেন, আর তিনিই বিচারকর্তা। ৫১ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে
তবে সে কখনও মরবে না।”

৫২ ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, “এবার আমরা সত্যি বুঝলাম যে, তোমাকে ভূতেই পেয়েছে। ইব্রাহিম ও ন
বীরা মারা গেছেন, আর তুমি বলছ, ‘যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে সে কখনও মরবে না।’ ৫৩ তুমি কি ি
পতা ইব্রাহিম থেকেও বড়? তিনি তো মারা গেছেন এবং নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?”

৫৪ জবাবে ঈসা বললেন, "যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা,
যাঁকে আপনারা আপনাদের আল্লাহ্ বলে দাবি করেন তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন। ৫৫ আপনারা কখনও তাঁ
কে জানেন নি, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি আমি তাঁকে জানি না তবে আপনাদেরই মত আমি মিথ্যা
বাদী হব। কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং তাঁর কথার বাধ্য হয়ে চলি। ৫৬ আপনাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন ে
দখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।"
৫৭ ইহুদী নেতারা তাঁকে বললেন, "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয় নি, আর তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখে
ছ?"
৫৮ ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যি বলছি, ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আি
ছ।" ৫৯ এই কথা শুনে সেই নেতারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু ঈসা নিজেকে গোপন করে
বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের হয়ে গেলেন।

৯

অন্ধ লোকটি দেখতে পেল

১ পথ দিয়ে যাবার সময় ঈসা একজন অন্ধ লোককে দেখতে পেলেন। সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। ২ তখন স
াহাবীরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, কার গুনাহে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তার নিজের, না তার মা-
বাবার?"
৩ ঈসা জবাব দিলেন, "গুনাহ্ সে নিজেও করে নি, তার মা-বাবাও করে নি। এটা হয়েছে যেন আল্লাহ্র কাজ
তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ করা আমাদের দর
কার। রাত আসছে, তখন কেউই কাজ করতে পারবে না। ৫ যতদিন আমি দুনিয়াতে আছি আমি দুনিয়ার নূর।"
৬ এই কথা বলবার পরে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করলেন। তারপর সেই কাদা তিনি লোকটির চোখে
লাগিয়ে দিয়ে বললেন, ৭ "যাও, শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।" শীলোহ মানে পাঠানো হল।
লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং চোখে দেখতে পেয়ে ফিরে আসল। এ দেখে তার প্রতিবেশীরা আর যার
া তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল তারা সবাই বলতে লাগল, ৮ "এ কি সেই লোকটি নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা
করত?"
৯ কেউ কেউ বলল, "জ্বী, এ-ই সেই লোক।" আবার কেউ কেউ বলল, "যদিও দেখতে তারই মত তবুও সে
নয়।"
কিন্তু লোকটি নিজে বলল, "জ্বী, আমিই সেই লোক।"
১০ তারা তাকে বলল, "কিন্তু কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?"
১১ সে জবাব দিল, "ঈসা নামে সেই লোকটি কাদা করে আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শীলোহের পু
কুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।' আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম আর দেখতে পেলাম।"
১২ তারা তাকে বলল, "সেই লোকটি কোথায়?"
সে বলল, "আমি জানি না।"
১৩ যে লোকটি অন্ধ ছিল লোকেরা তাকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল। ১৪ যেদিন ঈসা কাদা করে তার চোখ
খুলে দিয়েছিলেন সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবার। ১৫ এইজন্য তাকে ফরীশীরাও আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ে
কমন করে দেখতে পেলে?"
সে ফরীশীদের বলল, "তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, আর আমি তা ধুয়ে ফেলতেই দেখে
ত পেলাম।"
১৬ এতে ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন বললেন, "ঐ লোকটি আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে নি, কারণ সে বিশ্রামব
ার পালন করে না।"

অন্য ফরীশীরা বললেন, "যে লোক গুনাহ্গার সে কেমন করে এই রকম অলৌকিক কাজ করতে পারে?" এই ভাবে তাঁদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দিল।

১৭ তখন তাঁরা সেই লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তার সম্বন্ধে কি বল? কারণ সে তো তোমার ই চোখ খুলে দিয়েছে।"

লোকটি বলল, "তিনি একজন নবী।"

১৮ ইহুদী নেতারা কিন্তু লোকটির পিতা-মাতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন না যে, সেই লোকটি আগে অন্ধ ছিল আর এখন দেখতে পাচ্ছে। ১৯ তাঁরা লোকটির পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-ই কি তোমাদের সেই ছেলে যার সম্বন্ধে তোমরা বল যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? এখন তবে সে কেমন করে দেখতে পাচ্ছে?"

২০ তার মা-বাবা জবাব দিল, "আমরা জানি এ আমাদেরই ছেলে, আর এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল। ২১ কিন্তু কেমন করে সে এখন দেখতে পাচ্ছে তা আমরা জানি না; আর কে যে তার চোখ খুলে দিয়েছে তাও জানি না। ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও নিজের বিষয় নিজেই বলুক।"

২২ তার মা-বাবা ইহুদী নেতাদের ভয়ে এই সব কথা বলল, কারণ ইহুদী নেতারা আগেই ঠিক করেছিলেন যে, কেউ যদি ঈসাকে মসীহ্ বলে স্বীকার করে তবে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে। ২৩ সেইজন্যই তার মা-বাবা বলেছিল, "ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

২৪ যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল নেতারা তাকে দ্বিতীয় বার ডেকে বললেন, "তুমি সত্যি কথা বলে আল্লাহ্র প্রশংসা কর। আমরা তো জানি ঐ লোকটা গুনাহ্গার।"

২৫ সে জবাব দিল, "তিনি গুনাহ্গার কি না তা আমি জানি না; তবে একটা বিষয় জানি যে, আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি।"

২৬ নেতারা বললেন, "সে তোমাকে কি করেছে? কেমন করে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?"

২৭ জবাবে লোকটি তাঁদের বলল, "আমি তো আগেই আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা শোনেন নি। কেন তবে আপনারা আবার শুনতে চান? আপনারাও কি তাঁর উম্মত হতে চান?"

২৮ এতে নেতারা লোকটিকে খুব গালাগালি দিয়ে বললেন, "তুই সেই লোকের উম্মত, কিন্তু আমরা মূসার উম্মত। ২৯ আমরা জানি আল্লাহ্ মূসা নবীর সংগে কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঐ লোকটা কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

৩০ তখন সেই লোকটি তাঁদের জবাব দিল, "কি আশ্চর্য! আপনারা জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ৩১ আমরা জানি আল্লাহ্ গুনাহ্গারদের কথা শোনেন না। কিন্তু যদি কোন লোক আল্লাহ্ভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে তবে আল্লাহ্ তার কথা শোনেন। ৩২ দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কখনও শোনা যায় নি, জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। ৩৩ যদি উনি আল্লাহ্র কাছ থেকে না আসতেন তবে কিছুই করতে পারতেন না।"

৩৪ জবাবে নেতারা বললেন, "তোর জন্ম হয়েছে একেবারে গুনাহের মধ্যে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিস?" এই বলে তাঁরা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিলেন।

৩৫ ঈসা শুনলেন যে, নেতারা লোকটিকে বের করে দিয়েছেন। পরে তিনি সেই লোকটিকে খুঁজে পেয়ে বললেন, "তুমি কি ইব্নে-আদমের উপর ঈমান এনেছ?"

৩৬ সে জবাব দিল, "হুজুর, তিনি কে? আমাকে বলুন যাতে আমি তাঁর উপর ঈমান আনতে পারি।"

৩৭ ঈসা তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ, আর তিনিই তোমার সংগে কথা বলছেন।"

৩৮ তখন লোকটি বলল, "হুজুর, আমি ঈমান আনলাম।" এই বলে সে ঈসাকে সেজদা করল।

৩৯ ঈসা বললেন, "আমি এই দুনিয়াতে বিচার করবার জন্য এসেছি, যেন যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায় তারা অন্ধ হয়।"

৪০ কয়েকজন ফরীশীও ঈসার সংগে ছিলেন। তাঁরা এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, "তবে আপনি কি বলতে চ
ান যে, আমরা অন্ধ?"

৪১ ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা যদি অন্ধ হতেন তাহলে আপনাদের কোন দোষ থাকত না। কিন্তু আপনা
রা বলেন যে, আপনারা দেখতে পান, সেইজন্যই আপনাদের দোষ রয়েছে।

১০

হযরত ঈসা মসীহ্ই উত্তম মেষপালক

১ "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ মেষের খোঁয়াড়ের দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢোকে সে চোর ও ডাকাত। ২ কিন্তু যে কেউ দরজা দিয়ে ভিতরে যায় সে-ই মেষদের পালক। ৩ মেষের খোঁয়াড় যে পাহারা দেয় সে সেই পালককেই দরজা খুলে দেয়। মেষগুলো তার ডাক শোনে, আর সেই পালক তার নিজের মেষগুলোর নাম ধরে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। ৪ তার নিজের সব মেষগুলো বের করবার পরে সে তাদের আগে আগে চলে, আর মেষগুলো তার পিছনে পিছনে যায় কারণ তারা তার ডাক চেনে। ৫ তারা কখনও অচেনা লোকের পিছনে যাবে না বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অচেনা লোকের গলার আওয়াজ চেনে না।"

৬ সেই ফরীশীদের শিক্ষা দেবার জন্য ঈসা এই কথা বললেন কিন্তু তিনি যে কি বলছিলেন তা তাঁরা বুঝলেন না। ৭ সেইজন্য ঈসা আবার বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, মেষগুলোর জন্য আমিই দরজা। ৮ আমার আগে যারা এসেছিল তারা সবাই চোর আর ডাকাত, কিন্তু মেষগুলো তাদের কথা শোনে নি। ৯ আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে। সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে আর চরে খাবার জায়গা পাবে। ১০ চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।

১১ "আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক তার মেষদের জন্য নিজের জীবন দেয়। ১২-১৩ কেবল বেতনের জন্য যে পালকের কাজ করে সে নিজে পালক নয় আর মেষগুলোও তার নিজের নয়। নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলো ফেলে পালিয়ে যায়, কারণ সে কেবল বেতন পাবার জন্য এই কাজ করে আর মেষগুলোর জন্য চিন্তাও করে না। নেকড়ে বাঘ তাদের ধরে নিয়ে যায় আর মেষগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৪-১৫ "আমিই উত্তম মেষপালক। পিতা যেমন আমাকে জানেন এবং আমি পিতাকে জানি তেমনি করে আমিও আমার মেষগুলোকে জানি এবং তারাও আমাকে জানে। আমি আমার মেষগুলোর জন্য আমার জীবন দিয়ে দিচ্ছি। ১৬ আরও মেষ আমার কাছে আছে যেগুলো এই খোঁয়াড়ের নয়; তাদেরও আমাকে আনতে হবে। তারা আমার ডাক শুনবে, আর তাতে একটা মেষপাল ও একজন পালক হবে। ১৭ পিতা আমাকে এইজন্য মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি। ১৮ কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।"

১৯ ঈসার এই কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতের অমিল দেখা দিল। ২০ তাদের মধ্যে অনেকে বলল, "তাকে ভূতে পেয়েছে, সে পাগল; তোমরা তার কথা কেন শুনছ?"

২১ অন্যেরা বলল, "কিন্তু এ তো ভূতে পাওয়া লোকের মত কথা নয়। ভূত কি অন্ধের চোখ খুলে দিতে পারে?"

হযরত ঈসা মসীহের দাবি

২২ এর পরে জেরুজালেমে বায়তুল-মোকাদ্দস প্রতিষ্ঠার ঈদ উপস্থিত হল। ২৩ তখন শীতকাল। ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে বাদশাহ্ সোলায়মানের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ২৪ সেই সময় ইহুদী নেতারা ঈসার চার পাশে জমায়েত হয়ে বললেন, "আর কত দিন তুমি আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মসীহ্ হও তবে স্পষ্ট করে আমাদের বল।"

২৫ ঈসা জবাবে বললেন, "আমি তো আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি। আমার পিতার না
মে আমি যে সব কাজ করি সেগুলোও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। ২৬ কিন্তু আপনারা ঈমান আনেন নি, কারণ আ
পনারা আমার ভেড়া নন। ২৭ আমার মেষগুলো আমার ডাক শোনে। আমি তাদের জানি আর তারা আমার পিছনে
পিছনে চলে। ২৮ আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে ত
াদের কেড়ে নেবে না। ২৯ আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান। কেউই পিত
ার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না। ৩০ আমি আর পিতা এক।"

৩১ তখন ইহুদী নেতারা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর কুড়িয়ে নিলেন। ৩২ ঈসা তাঁদের বললেন, "পিতা
র হুকুম মত অনেক ভাল ভাল কাজ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন্ কাজের জন্য আপনারা
আমাকে পাথর মারতে চান?"

৩৩ নেতারা জবাবে বললেন, "ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি কুফরী করছ বে
লই মারি। মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করছ।"

৩৪ ঈসা বললেন, "আপনাদের শরীয়তে কি লেখা নেই যে, 'আমি বললাম, তোমরা যেন আল্লাহ্'? ৩৫ আল্লাহ্
র কালাম যাদের কাছে এসেছিল তাদের তো তিনি আল্লাহ্র মত বলেছিলেন। পাক-কিতাবের কথা কি বাদ দেওয়া
যেতে পারে? পারে না। ৩৬ তাহলে পিতা নিজের উদ্দেশ্যে যাঁকে আলাদা করলেন এবং দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন
সেই আমি যখন বললাম, 'আমি ইব্নুল্লাহ্,' তখন আপনারা কেমন করে বলছেন, 'তুমি কুফরী করছ'? ৩৭ আমার
পিতার কাজ যদি আমি না করি তবে আপনারা আমার উপর ঈমান আনবেন না। ৩৮ কিন্তু যদি করি তবে আমার
উপর ঈমান না আনলেও আমার কাজগুলো অন্ততঃ বিশ্বাস করুন। তাতে আপনারা জানতে ও বুঝতে পারবেন যে,
পিতা আমার মধ্যে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।"

৩৯ তখন ইহুদী নেতারা আবার ঈসাকে ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।
৪০ এর পরে তিনি আবার জর্ডান নদীর ওপারে গিয়ে থাকতে লাগলেন। সেখানেই ইয়াহিয়া প্রথমে তরিকাবন্দী দি
তেন। ৪১ অনেক লোক ঈসার কাছে গেল এবং বলাবলি করতে লাগল, "ইয়াহিয়া নবী কোন অলৌকিক কাজ করে
ন নি বটে, কিন্তু তবুও তিনি এই লোকটির বিষয়ে যা যা বলেছিলেন তা সবই সত্যি।" ৪২ আর সেখানে অনেক লে
লাক ঈসার উপর ঈমান আনল।

১১

মৃত লাসারকে জীবন দান

১ লাসার নামে বেথানিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল। মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামে থা
কতেন। ২ ইনি সেই মরিয়ম যিনি ঈসার পায়ে খোশবু আতর ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েি
ছলেন। যে লাসারের অসুখ হয়েছিল তিনি ছিলেন এই মরিয়মের ভাই। ৩ এইজন্য তাঁর বোনেরা ঈসাকে এই কথা
বলে পাঠালেন, "হুজুর, আপনি যাকে মহব্বত করেন তার অসুখ হয়েছে।"

৪ এই কথা শুনে ঈসা বললেন, "এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য হয় নি বরং আল্লাহ্র মহিমা পকাশের জন্যই হ
য়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে ইব্নুল্লাহ্র মহিমা প্রকাশ পায়।"

৫ মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে ঈসা মহব্বত করতেন। ৬ যখন ঈসা লাসারের অসুখের কথা শুনলেন তখন
তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আরও দু'দিন রয়ে গেলেন। ৭ তারপর তিনি সাহাবীদের বললেন, "চল, আমরা অ
াবার এহুদিয়াতে যাই।"

৮ সাহাবীরা তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই কিছুদিন আগে নেতারা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন, আর
আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন?"

৯ ঈসা জবাব দিলেন, "দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? কেউ যদি দিনে চলাফেরা করে সে উচোট খায় না, কারণ
সে এই দুনিয়ার আলো দেখে। ১০ কিন্তু যদি কেউ রাতে চলাফেরা করে সে উচোট খায়, কারণ তার মধ্যে আলো
নেই।"
১১ এই সব কথা বলবার পরে ঈসা সাহাবীদের বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি
তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"
১২ এতে সাহাবীরা তাঁকে বললেন, "হুজুর, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভাল হবে।"
১৩ ঈসা লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহাবীরা ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথাই বলছেন
। ১৪ ঈসা তখন স্পষ্ট করেই বললেন, "লাসার মারা গেছে, ১৫ কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে খুশী হয়েছি যে
, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার। চল, আমরা লাসারের কাছে যাই।"
১৬ তখন থোমা, যাঁকে যমজ বলা হয়, তাঁর সংগী-সাহাবীদের বললেন, "চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সংগে
মরতে পারি।"
১৭ ঈসা সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, চার দিন আগেই লাসারকে দাফন করা হয়েছে। ১৮ জেরুজালে
ম থেকে বেথানিয়া প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল। ১৯ ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভা
ইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। ২০ ঈসা আসছেন শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু
মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন।
২১ মার্থা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না। ২২ কিন্তু
আমি জানি, আপনি এখনও আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইবেন আল্লাহ্‌ তা আপনাকে দেবেন।"
২৩ ঈসা তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"
২৪ তখন মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উ
ঠবে।"
২৫ ঈসা মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও জীবিত হে
ব। ২৬ আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর ঈমান আনে সে কখনও মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর
?"
২৭ মার্থা তাঁকে বললেন, "জ্বী হুজুর, আমি ঈমান এনেছি যে, দুনিয়াতে যাঁর আসবার কথা আছে আপনিই সে
ই মসীহ্‌ ইব্‌নুল্লাহ্‌।"
২৮ এই কথা বলে মার্থা গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বললেন, "হুজুর এখানে আছেন ও তোমাকে
ক ডাকছেন।"
২৯ মরিয়ম এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে ঈসার কাছে গেলেন। ৩০ ঈসা তখনও গ্রামে এসে পৌঁছান নি; মা
র্থা যেখানে তাঁর সংগে দেখা করেছিলেন সেখানেই ছিলেন। ৩১ যে ইহুদীরা মরিয়মের সংগে ঘরে থেকে তাঁকে সা
ন্ত্বনা দিচ্ছিল তারা মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গেল। তারা ভাবল, মরিয়ম
কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।
৩২ ঈসা যেখানে ছিলেন মরিয়ম সেখানে গেলেন আর তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বললেন,
"হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।"
৩৩ ঈসা মরিয়মকে এবং তাঁর সংগে যে ইহুদীরা এসেছিল তাদের কাঁদতে দেখে দিলে খুব অস্থির হলেন। ৩৪
তিনি তাদের বললেন, "লাসারকে কোথায় রেখেছ?"
তারা বলল, "হুজুর, এসে দেখুন।"
৩৫ তখন ঈসা কাঁদলেন। ৩৬ তাতে ইহুদীরা বলল, "দেখ, উনি লাসারকে কত মহব্বত করতেন।"
৩৭ কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন তিনি কি এমন কিছু করতে পা
রতেন না যাতে লোকটি মারা না যেত?"

৩৮ এতে ঈসা দিলে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার
মুখে একটা পাথর বসানো ছিল। ৩৯ ঈসা বললেন, "পাথরখানা সরাও।"
যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা
গেছে।"
৪০ ঈসা মার্থাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ্‌র মহিমা দেখতে
পাবে?"
৪১ তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। ঈসা উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা
শুনেছ বলে আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করি। ৪২ অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক।
কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেইজন্য
ই এই কথা বললাম।"
৪৩ এই কথা বলবার পরে ঈসা জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এস।"
৪৪ যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানে
া ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। ঈসা লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।

ফরীশীদের ষড়যন্ত্র

৪৫ মরিয়মের কাছে যে সব ইহুদীরা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ঈসার এই কাজ দেখে তাঁর উপর ঈমান
আনল। ৪৬ কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গিয়ে ঈসা যা করেছিলেন তা বলল। ৪৭ তখন প্রধা
ন ইমামেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের একত্র করে বললেন, "আমরা এখন কি করি? এই লোকটা তো অনে
ক অলৌকিক চিহ্ন-কাজ করছে। ৪৮ আমরা যদি তাকে এইভাবে চলতে দিই তবে সবাই তার উপর ঈমান আনবে,
আর রোমীয়রা এসে আমাদের এবাদত-খানা এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।"
৪৯ তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন সেই বছরের মহা-ইমাম ছিলেন। ৫০ তিনি তাঁদের বললেন, "তোম
রা কিছুই জান না, আর ভেবেও দেখ না যে, গোটা জাতিটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন
মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।"
৫১ কাইয়াফা যে নিজে থেকে এই কথা বলেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বছরের মহা-ইমাম। সেই
জন্য তিনি ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন যে, ইহুদী জাতির জন্য ঈসাই মরবেন। ৫২ কেবল ইহুদী জাতির জন্যই ন
য়, কিন্তু আল্লাহ্‌র যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জমায়েত করে এক করবার জন্যও তিনি মরবেন।

৫৩ সেই দিন থেকে ইহুদী নেতারা ঈসাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। ৫৪ সেইজন্য ঈসা খোলাখু
লিভাবে ইহুদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন, আর সেই জায়গা ছেড়ে মরুভূমির কাছে আফরাহীম নামে এ
কটা গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে থাকতে লাগলেন।
৫৫ তখন ইহুদীদের উদ্ধার-ঈদ কাছে এসেছিল। ঈদের আগে নিজেদের পাক-সাফ করবার জন্য অনেক লোক
গ্রাম থেকে জেরুজালেমে গিয়েছিল। ৫৬ এই লোকেরা ঈসার তালাশ করতে লাগল। তারা বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁ
ড়িয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তিনি কি এই ঈদে একেবারেই আসবেন না? তোমাদের কি মনে হয়
?"
৫৭ প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা হুকুম দিয়েছিলেন যে, ঈসা কোথায় আছে তা যদি কেউ জানে তবে সে যেন
খবরটা তাঁদের জানায় যাতে তাঁরা ঈসাকে ধরতে পারেন।

১২

হযরত লাসারের বোনের শ্রদ্ধা

১ উদ্ধার-ঈদের ছয় দিন আগে ঈসা বেথানিয়াতে গেলেন। যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই
লাসার বেথানিয়াতে বাস করতেন। ২ সেখানে তাঁরা ঈসার জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্থা পরিবেশন কর
ছিলেন। যারা ঈসার সংগে খেতে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে লাসারও ছিলেন।
৩ এমন সময় মরিয়ম কমবেশ তিনশো গ্রাম খুব দামী, খাঁটি খোশবু আতর নিয়ে আসলেন এবং ঈসার পায়ে
তা ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। সেই আতরের সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেল। ৪ ঈসার সাহা
বীদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, সেই এহুদা ইষ্কারিয়োৎ বলল, ৫ "এই আতর তিনে
শা দীনারে বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের দেওয়া যেত। কেন তা করা হল না?"
৬ এহুদা যে গরীবদের বিষয়ে চিন্তা করে এই কথা বলেছিল তা নয়। আসলে সে ছিল চোর। টাকার বাক্স তা
র কাছে থাকত বলে যা কিছু জমা রাখা হত তা থেকে সে চুরি করত।
৭ ঈসা বললেন, "তোমরা ওর মনে কষ্ট দিয়ো না। আমাকে দাফন করবার সময়ে সাজাবার জন্যই ও এটা রে
খেছিল। ৮ গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না।"
৯ ঈসা বেথানিয়াতে আছেন জানতে পেরে ইহুদীদের মধ্য থেকে অনেক লোক সেখানে আসল। তারা যে কে
বল ঈসার জন্য সেখানে এসেছিল তা নয়, কিন্তু যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসারকেও দেখ
তে আসল। ১০ তখন প্রধান ইমামেরা লাসারকেও হত্যা করবেন বলে ঠিক করলেন, ১১ কারণ লাসারের জন্য ইহু
দীদের মধ্যে অনেকেই নেতাদের ছেড়ে ঈসার উপর ঈমান এনেছিল।

জেরুজালেমে প্রবেশ

১২ যে সব লোক ঈদে গিয়েছিল তারা পরদিন শুনতে পেল ঈসা জেরুজালেমে আসছেন। ১৩ তখন তারা খেজ
র পাতা নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনতে গেল আর চিৎকার করে বলতে লাগল,

"মারহাবা, যিনি মাবুদের নামে আসছেন
তাঁর প্রশংসা হোক।
তিনিই ইসরাইলের বাদশাহ্।"

১৪ পাক-কিতাবের কথামত ঈসা একটা গাধা দেখতে পেয়ে তার উপরে বসলেন। কিতাবে লেখা আছে, ১৫ "
হে সিয়োন-কন্যা, ভয় কোরো না। চেয়ে দেখ, তোমার বাদশাহ্ গাধার বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।"
১৬ ঈসার সাহাবীরা প্রথমে এই সব বুঝতে পারলেন না। পরে ঈসার মহিমা যখন প্রকাশিত হল তখন তাঁদের
মনে পড়ল পাক-কিতাবের ঐ কথা তাঁর বিষয়েই লেখা হয়েছিল। তাঁদের আরও মনে পড়ল লোকেরা ঈসার জন্য
ই ঐ সব করেছিল।
১৭ লাসারকে কবর থেকে ডেকে জীবিত করে তুলবার সময় যে সব লোক ঈসার কাছে ছিল তারাই লাসারের
জীবিত হয়ে উঠবার বিষয় সাক্ষ্য দিতে লাগল। ১৮ সেইজন্যই লোকেরা ঈসাকে এগিয়ে আনতে গিয়েছিল, কারণ
তারা শুনেছিল ঈসাই সেই অলৌকিক কাজটা করেছেন। ১৯ এ দেখে ফরীশীরা একে অন্যকে বললেন, "আমাদের
কোন লাভই হচ্ছে না। দেখ, সারা দুনিয়া তার দলে চলে গেছে।"

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে হযরত ঈসা মসীহ্

২০ সেই ঈদে যারা এবাদত করতে এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীকও ছিল। ২১ তারা ফিলিপের কাছে
এসে তাঁকে অনুরোধ করে বলল, "এই যে শুনুন, আমরা ঈসাকে দেখতে চাই।" ফিলিপ ছিলেন গালীল প্রদেশের
বৈৎসৈদা গ্রামের লোক। ২২ ফিলিপ গিয়ে কথাটা আন্দ্রিয়কে বললেন। পরে আন্দ্রিয় আর ফিলিপ গিয়ে ঈসাকে ব
ললেন।
২৩ ঈসা তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপকে বললেন, "ইব্নে-আদমের মহিমা প্রকাশিত হবার সময় এসেছে। ২৪ আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে
প্রচুর ফসল জন্মায়। ২৫ যে নিজের প্রাণকে বেশী ভালবাসে সে তার সত্যিকারের জীবন হারায়, কিন্তু যে এই দুনি
য়াতে তা করে না সে তার সত্যিকারের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে। ২৬ কেউ যদি আমার সেবা করে

ত চায় তবে সে আমার পথে চলুক। আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সে
সবা করে তবে পিতা তাকে সম্মান দান করবেন।

[২৭] "আমার মন এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি কি এই কথাই বলব, 'পিতা, যে সময় এসেছে সেই সময়ের
হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর'? কিন্তু এরই জন্য তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। [২৮] পিতা, তোমার মহিমা
প্রকাশ কর।"

বেহেশত থেকে তখন এই কথা শোনা গেল, "আমি আমার মহিমা প্রকাশ করেছি এবং আবার তা প্রকাশ কর
ব।"

[২৯] যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা তা শুনে বলল, "ওটা মেঘের ডাক।"

কেউ কেউ আবার বলল, "কোন ফেরেশতা উনার সংগে কথা বললেন।"

[৩০] এতে ঈসা বললেন, "এই কথা আমার জন্য বলা হয় নি, কিন্তু আপনাদের জন্যই বলা হয়েছে। [৩১] এই দু
নিয়ার লোকদের বিচারের সময় এবার এসেছে, আর দুনিয়ার কর্তার হাত থেকে এখন প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়া হবে।
[৩২] আমাকে যখন মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে তখন আমি সবাইকে আমার কাছে টেনে আনব।" [৩৩] তাঁর কি র
কমের মৃত্যু হবে তা বুঝাবার জন্য তিনি এই কথা বললেন।

[৩৪] তখন লোকেরা ঈসাকে বলল, "আমরা পাক-কিতাব থেকে শুনেছি মসীহ্ চিরকাল থাকবেন। তবে আপনি
কি করে বলছেন যে, ইব্নে-আদমকে উঁচুতে তুলতে হবে? তাহলে এই ইব্নে-আদম কে?"

[৩৫] ঈসা তাদের বললেন, "আর অল্প সময়ের জন্য নূর আপনাদের সংগে সংগে আছে। নূর আপনাদের কাছে
থাকতে থাকতেই চলতে থাকুন যেন অন্ধকার আপনাদের জয় করতে না পারে। যে অন্ধকারে চলে সে কোথায় যা
চ্ছ তা জানে না। [৩৬] নূর আপনাদের কাছে থাকতে থাকতেই নূরের উপর ঈমান আনুন যেন আপনারা সেই নূরের
লোক হতে পারেন।"

ঈমান আনা আর না আনার ফল

এই সব কথা বলবার পর ঈসা লোকদের কাছ থেকে চলে গিয়ে নিজেকে গোপন করলেন। [৩৭] যদিও তিনি তা
দের সামনে চিহ্ন হিসাবে এতগুলো অলৌকিক কাজ করেছিলেন তবুও লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনে নি। [৩৮]
এটা হয়েছিল যেন নবী ইশাইয়ার বলা এই কথা পূর্ণ হয়:

মাবুদ, আমাদের দেওয়া খবরে কে বিশ্বাস করেছে?
কার কাছেই বা মাবুদের শক্তিশালী হাত প্রকাশিত হয়েছেন?

[৩৯] সেই লোকেরা এইজন্যই ঈমান আনতে পারে নি, কারণ ইশাইয়া নবী যেমন বলেছেন সেই অনুসারে [৪০] "
আল্লাহ্ তাদের চোখ বন্ধ করেছেন আর দিল অসাড় করেছেন, যাতে তারা চোখ দিয়ে না দেখে ও দিল দিয়ে না বু
ঝে, আর সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে ফিরে না আসে।" [৪১] নবী ইশাইয়া ঈসার মহিমা দেখেছিলেন বলে তাঁর বি
ষয়ে এই কথা বলেছিলেন। [৪২] তবুও নেতাদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপর ঈমান আনলেন, কিন্তু ফরীশীরা সমাজ থে
কে তাঁদের বের করে দেবেন সেই ভয়ে তাঁরা তা স্বীকার করলেন না। [৪৩] তাঁরা আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রশংসা পা
ওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশী ভালবাসতেন।

[৪৪] পরে ঈসা জোরে জোরে বললেন, "যে আমার উপর ঈমান আনে সে যে কেবল আমার উপর ঈমান আনে
তা নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপরও ঈমান আনে। [৪৫] যে আমাকে দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়ে
ছেন সে তাঁকেই দেখে। [৪৬] আমি এই দুনিয়াতে নূর হিসাবে এসেছি যেন আমার উপর যে ঈমান আনে সে অন্ধকা
র না থাকে। [৪৭] যদি কেউ আমার কথা শুনে সেইমত না চলে তবে আমি নিজে তার বিচার করি না, কারণ আমি
মানুষকে দোষী প্রমাণ করতে আসি নি বরং মানুষকে নাজাত দিতে এসেছি। [৪৮] যে আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং অ
মার কথা না শোনে তার জন্য বিচারকর্তা আছে। যে কথা আমি বলেছি সেই কথাই শেষ দিনে তাকে দোষী বলে
প্রমাণ করবে; [৪৯] কারণ আমি তো নিজে থেকে কিছু বলি নি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতা নিজেই

আমাকে হুকুম দিয়েছেন কি কি বলতে হবে। ৫০ আমি জানি তাঁর হুকুমই অনন্ত জীবন। এইজন্য আমি যে সব ক
থা বলি তা আমার পিতার হুকুম মতই বলি।"

১৩

সাহাবীদের পা ধোয়ানো

১ উদ্ধার-ঈদের কিছু আগের ঘটনা। ঈসা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই দুনিয়া ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সম
য় উপস্থিত হয়েছে। এই দুনিয়াতে যাঁরা তাঁর নিজের লোক ছিলেন তাঁদের তিনি মহব্বত করতেন এবং শেষ পর্যন্
ই মহব্বত করেছিলেন।

২ তখন খাবার সময়। এর আগেই ইবলিস শিমোনের ছেলে এহুদা ইষ্কারিয়োতের মনে ঈসাকে শত্রুদের হাতে
ধরিয়ে দেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিল। ৩ ঈসা জানতেন, পিতা তাঁর হাতে সব কিছুই দিয়েছেন। তিনি আরও জা
নতেন যে, তিনি আল্লাহ্‌রই কাছ থেকে এসেছেন এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছেন। ৪ এইজন্য তিনি খাওয়া ছেড়ে
উঠলেন আর উপরের কাপড় খুলে ফেলে একটা গামছা নিয়ে কোমরে জড়ালেন। ৫ তারপর তিনি গামলায় পানি
ঢেলে সাহাবীদের পা ধোয়াতে লাগলেন এবং কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন।

৬ এইভাবে ঈসা যখন শিমোন-পিতরের কাছে আসলেন তখন পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কি আম
ার পা ধুইয়ে দেবেন?"

৭ ঈসা জবাব দিলেন, "আমি যা করছি তা এখন তুমি বুঝতে পারছ না কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।"

৮ পিতর তাঁকে বললেন, "আপনি কখনও আমার পা ধুইয়ে দেবেন না।"

ঈসা পিতরকে বললেন, "যদি আমি তোমাকে ধুইয়ে না দিই তবে আমার সংগে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

৯ তখন শিমোন-পিতর বললেন, "হুজুর, তাহলে কেবল আমার পা নয়, আমার হাত আর মাথাও ধুইয়ে দিন।
"

১০ ঈসা তাঁকে বললেন, "যে গোসল করেছে তার পা ছাড়া আর কিছুই ধোয়ার দরকার নেই, কারণ তার আর
সব কিছু পরিষ্কার আছে। ১১ তোমরা অবশ্য পরিষ্কার আছ, কিন্তু সকলে নও।" কে তাঁকে ধরিয়ে দেবে তা তিনি
জানতেন। সেইজন্যই তিনি বললেন, "তোমরা সকলে পরিষ্কার নও।"

১২ সাহাবীদের সকলের পা ধোয়াবার পরে ঈসা তাঁর উপরের কাপড় পরে আবার বসলেন এবং তাঁদের বললে
ন, "আমি কি করলাম তা কি তোমরা বুঝতে পারলে? ১৩ তোমরা আমাকে ওস্তাদ ও প্রভু বলে ডাক, আর তা ঠিক
ই বল কারণ আমি তা-ই। ১৪ কিন্তু আমি প্রভু আর ওস্তাদ হয়েও যখন তোমাদের পা ধুইয়ে দিলাম তখন তোমা
দরও একে অন্যের পা ধোয়ানো উচিত। ১৫ আমি তোমাদের কাছে এটা করে দেখিয়েছি, যেন তোমাদের প্রতি আ
মি যা করলাম তোমরাও তা কর। ১৬ আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গোলাম তার মালিক থেকে বড় নয়। যাকে
পাঠানো হয়েছে সে তাঁর চেয়ে বড় নয় যিনি তাকে পাঠিয়েছেন। ১৭ এই সব জেনে যদি তা পালন কর তবে তোম
রা ধন্য।

১৮ "আমি তোমাদের সকলের কথা বলছি না। আমি যাদের বেছে নিয়েছি তাদের তো আমি জানি। কিন্তু পা
ক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হতেই হবে, 'যে আমার সংগেই খাওয়া-দাওয়া করে, সে-ও আমার বিরুদ্ধে পা উঠিয়ে
ছ।' ১৯ এটা ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলছি, যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, আমিই সেই
। ২০ আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি যাকে পাঠাই, যে তাকে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে
আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই গ্রহণ করে।"

বেঈমান এহুদা

২১ এই সব কথা বলবার পরে ঈসা দিলে অস্থির হলেন। তিনি খোলাখুলিভাবে বললেন, "আমি তোমাদের সি
ত্যই বলছি, তোমাদেরই মধ্যে একজন আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে।"

[২২] ঈসা কার কথা বলছেন তা বুঝতে না পেরে সাহাবীরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। [২৩] তাঁদের মধ্যে যাঁকে ঈসা মহব্বত করতেন তিনি ঈসার বুকের কাছেই ছিলেন। [২৪] শিমোন-পিতর তাঁকে ইশারা করে বলে লন, "উনি কার কথা বলছেন জিজ্ঞাসা কর।"

[২৫] সেই সাহাবী তখন ঈসার দিকে ঝুঁকে বললেন, "হুজুর, সে কে?"

[২৬] ঈসা জবাব দিলেন, "এই রুটির টুকরাটা গামলাতে ডুবিয়ে যাকে দেব সে-ই সেই লোক।" আর তিনি রুটি র টুকরাটা গামলাতে ডুবিয়ে শিমোন ইষ্কারিয়োতের ছেলে এহুদাকে দিলেন।

[২৭] রুটির টুকরাটা নেবার পরেই শয়তান এহুদার মধ্যে ঢুকল।

ঈসা তাকে বললেন, "যা করবে তাড়াতাড়ি কর।"

[২৮] যাঁরা ঈসার সংগে খাচ্ছিলেন তাঁরা কেউই বুঝলেন না কেন তিনি এহুদাকে এই কথা বললেন। [২৯] কেউ কে কউ ভাবলেন, ঈদের জন্য যা দরকার ঈসা এহুদাকে তা কিনে আনতে বললেন কিংবা গরীবদের কিছু দিতে বললে ন, কারণ তাঁদের টাকার বাক্স এহুদার কাছেই থাকত। [৩০] রুটির টুকরাটা নেওয়ার সংগে সংগে এহুদা বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়েছে।

নতুন হুকুম

[৩১] এহুদা বাইরে চলে যাওয়ার পর ঈসা বললেন, "ইব্‌নে-আদমের মহিমা প্রকাশিত হবার সময় এসেছে এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ পাবে। [৩২] আল্লাহ্‌র মহিমা যখন তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হবে তখন আল্লাহ্‌ও ইব্‌ নে-আদমের মহিমা নিজের মধ্যে প্রকাশ করবেন এবং তা তিনি শীঘ্রই করবেন।

[৩৩] "সন্তানেরা, আর অল্প সময় আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি। তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু আমি ইহু দী নেতাদের যেমন বলেছিলাম, 'আমি যেখানে যাচ্ছি আপনারা সেখানে আসতে পারেন না,' তেমনি তোমাদেরও এখন তা-ই বলছি। [৩৪] একটা নতুন হুকুম আমি তোমাদের দিচ্ছি– তোমরা একে অন্যকে মহব্বত কোরো। আমি যেমন তোমাদের মহব্বত করেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে মহব্বত কোরো। [৩৫] যদি তোমরা একে অন্যে ক মহব্বত কর তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার সাহাবী।"

হযরত পিতরের ওয়াদা

[৩৬] শিমোন-পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা এখন আমার সংগে সেখানে আসতে পার না, কিন্তু পরে তে তামরা আসবে।"

[৩৭] পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেন এখন আপনার সংগে যেতে পারি না? আপনার জন্য আমি আমার প্রা ণও দেব।"

[৩৮] তখন ঈসা বললেন, "সত্যিই কি আমার জন্য তুমি তোমার প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, মে ারগ ডাকবার আগেই তুমি তিনবার বলবে যে, তুমি আমাকে চেন না।

১৪

হযরত ঈসা মসীহ্‌ই পথ

[১] "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। [২] আম ার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। [৩] আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাে ছ তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। [৪] আমি কোথায় যাচ্ছি তার প থ তো তোমরা জান।"

[৫] থোমা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা-ই আমরা জানি না, তবে পথ কি করে জানব? "

৬ ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। ৭ তোমরা যদি আমাকে জানতে তবে আমার পিতাকেও জানতে। এখন তোমরা তাঁকে জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।"

৮ ফিলিপ ঈসাকে বললেন, "হুজুর, পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"

৯ ঈসা তাঁকে বললেন, "ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পার নি? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। তুমি কেমন করে বলছ, 'পিতাকে আমাদের দেখান'? ১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন? যে সব কথা আমি তোমাদের বলি তা আমি নিজে থেকে বলি না, কিন্তু পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনিই তাঁর কাজ করছেন। ১১ আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন। তা না হলে অন্ততঃ আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর।

১২ "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার উপর ঈমান আনে তবে আমি যে সব কাজ করি সেও তা করবে। আর আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে সে এই সবের চেয়েও আরও বড় বড় কাজ করবে। ১৩ তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে তা আমি করব, যেন পিতার মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ১৪ আমার নামে যদি আমার কাছে কিছু চাও তবে আমি তা করব।

পাক-রূহ্ সম্বন্ধে ওয়াদা

১৫ "তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর তবে আমার সমস্ত হুকুম পালন করবে। ১৬ আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। ১৭ সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ্। দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর তোমাদের দিলে বাস করবেন।

১৮ "আমি তোমাদের এতিম অবস্থায় রেখে যাব না; আমি তোমাদের কাছে আসব। ১৯ অল্প সময় পরে দুনিয়ার লোকেরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে। ২০ সেই দিন তোমরা জানতে পারবে যে, আমি পিতার সংগে যুক্ত আছি আর তোমরা আমার সংগে যুক্ত আছ এবং আমি তোমাদের সংগে যুক্ত আছি। ২১ যে আমার সব হুকুম জানে ও পালন করে সে-ই আমাকে মহব্বত করে। যে আমাকে মহব্বত করে আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন। আমিও তাকে মহব্বত করব আর তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব।"

২২ তখন এহুদা (ইষ্কারিয়োৎ নয়) তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেন আপনি কেবল আমাদেরই কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, দুনিয়ার লোকদের কাছে করবেন না?"

২৩ ঈসা তাঁকে জবাব দিলেন, "যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। ২৪ যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা। ২৫ তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি। ২৬ সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পাক-রূহ্ যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।

২৭ "আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি; দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে। ২৮ তোমরা শুনেছ আমি তোমাদের বলেছি, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আবার তোমাদের কাছে আসব।' তোমরা যদি আমাকে মহব্বত করতে তবে আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি বলে খুশী হতে, কারণ পিতা আমার চেয়েও মহান। ২৯ এই সব ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলে রাখলাম যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার। ৩০ আমি তোমাদের সংগে আর বে

শীক্ষণ কথা বলব না, কারণ দুনিয়ার কর্তা আসছে। আমার উপরে তার কোন অধিকার নেই। ৩১ কিন্তু এ ঘটছে যে যন লোকেরা জানতে পারে যে, আমি পিতাকে মহব্বত করি এবং পিতা আমাকে যেমন হুকুম দিয়েছেন আমি সব কিছু তেমনই করে থাকি। এবার ওঠো, আমরা এখান থেকে যাই।

১৫

হযরত ঈসা আংগুর গাছ

১ "আমিই আসল আংগুর গাছ আর আমার পিতা মালী। ২ আমার যে সব ডালে ফল ধরে না সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন, আর যে সব ডালে ফল ধরে সেগুলো তিনি ছেঁটে পরিষ্কার করেন যেন আরও অনেক ফল ধরতে পারে। ৩ আমি যে কথা তোমাদের বলেছি তার জন্য তোমরা আগেই পরিষ্কার হয়েছ। ৪ আমার মধ্যে থাক আর আমিও তোমাদের দিলে থাকব। আংগুর গাছে যুক্ত না থাকলে যেমন ডাল নিজে নিজে ফল ধরাতে পারে না তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও নিজে নিজে ফল ধরাতে পার না।

৫ "আমিই আংগুর গাছ, আর তোমরা তার ডালপালা। যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। ৬ যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে তবে কাটা ডালের মতই তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর তা শুকিয়ে যায়। তখন সেই ডালগুলো কুড়িয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেগুলো পুড়ে যায়। ৭ যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক আর আমার কথাগুলো তোমাদের দিলে থাকে তবে তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই চেয়ো; তোমাদের জন্য তা করা হবে। ৮ যদি তোমাদের জীবনে প্রচুর ফল ধরে এবং এইভাবে তোমরা নিজেদের আমার সাহাবী বলে প্রমাণ কর তবে আমার পিতার প্রশংসা হবে। ৯ পিতা যেমন আমাকে মহব্বত করেছেন আমিও তেমনি তোমাদের মহব্বত করেছি। আমার মহব্বতের মধ্যে থাক। ১০ আমি আমার পিতার সমস্ত হুকুম পালন করে যেমন তাঁর মহব্বতের মধ্যে রয়েছি, তেমনি তোমরাও যদি আমার হুকুম পালন কর তবে তোমরাও আমার মহব্বতের মধ্যে থাকবে।

১১ "এই সব কথা আমি তোমাদের বললাম যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকে ও তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়। ১২ আমার হুকুম এই, আমি যেমন তোমাদের মহব্বত করেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে মহব্বত কোরো। ১৩ কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহব্বত আর কারও নেই। ১৪ যে সব হুকুম আমি তোমাদের দিই তা যদি তোমরা পালন কর তবেই তোমরা আমার বন্ধু। ১৫ আমি তোমাদের আর গোলাম বলি না, কারণ মালিক কি করেন গোলাম তা জানে না; বরং আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি। ১৬ তোমরা আমাকে বেছে নাও নি, কিন্তু আমিই তোমাদের বেছে নিয়ে কাজে লাগিয়েছি যাতে তোমাদের জীবনে ফল ধরে আর তোমাদের সেই ফল যেন টিকে থাকে। তাহলে আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। ১৭ এই হুকুম আমি তোমাদের দিচ্ছি যে, তোমরা একে অন্যকে মহব্বত কোরো।

দুনিয়া ঈমানদারদের শত্রু

১৮ "দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু মনে রেখো, তার আগে তারা আমাকেই ঘৃণা করেছে। ১৯ যদি তোমরা এই দুনিয়ার হতে তবে লোকেরা তাদের নিজেদের বলে তোমাদের ভালবাসত। কিন্তু তোমরা এই দুনিয়ার নও, বরং আমি তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি বলে দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করে। ২০ আমার এই কথাটা তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, গোলাম তার মালিকের চেয়ে বড় নয়। সেইজন্য লোকেরা যদি আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে থাকে তবে তোমাদেরও তা-ই করবে; যদি তারা আমার কথা শুনে থাকে তবে তোমাদের কথাও শুনবে। ২১ তারা আমার জন্য তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তারা তাঁকে জানে না।

২২ "আমি যদি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম তবে তাদের দোষ হত না; কিন্তু এখন গুনাহের জন্য তাদের কোন অজুহাত নেই। ২৩ যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। ২৪ যে সব কাজ

আর কেউ কখনও করে নি সেই কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম তবে তাদের দোষ হত না। কিন্তু এখন তারা আমাকে আর আমার পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণাও করেছে। ২৫ এটা হয়েছে যাতে তাদের শরীয়তে লেখা এই কথা পূর্ণ হয়, 'তারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করেছে।'

২৬ "যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের রূহ্ যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন। ২৭ আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সংগে সংগে আছ।

১৬

১ "আমি তোমাদের এই সব কথা বললাম যেন তোমরা মনে বাধা না পাও। ২ লোকেরা মজলিস-খানা থেকে তোমাদের বের করে দেবে; এমন কি, সময় আসছে যখন তোমাদের যারা হত্যা করবে তারা মনে করবে যে, তারা আল্লাহ্‌র এবাদতই করছে। ৩ তারা এই সব করবে কারণ তারা পিতাকেও জানে নি, আমাকেও জানে নি। ৪ আমি তোমাদের এই সব বললাম যেন সেই সময় আসলে পর তোমাদের মনে পড়ে যে, আমি তোমাদের এই কথা বলেছিলাম।

"আমি প্রথম থেকে এই সব কথা তোমাদের বলি নি, কারণ আমি তোমাদের সংগে সংগেই ছিলাম। ৫ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমি এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসাও করছে না, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' ৬ আমি তোমাদের এই সব বলেছি বলে বরং তোমাদের মন দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। ৭ তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। ৮ তিনি এসে গুনাহ্ সম্বন্ধে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্‌র বিচার সম্বন্ধে লোকদের চেতনা দেবেন। ৯ তিনি গুনাহ্ সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপর ঈমান আনে না; ১০ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; ১১ বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গেছে।

১২ "তোমাদের কাছে আরও অনেক কথা আমার বলবার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। ১৩ কিন্তু সেই সত্যের রূহ্ যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন। ১৪ সেই সত্যের রূহ্ আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন, কারণ আমি যা করি ও বলি তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। ১৫ পিতার যা আছে তা সবই আমার। সেইজন্যই আমি বলেছি, আমি যা করি ও বলি তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন।

১৬ "কিছু কাল পরে আর তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।"

সাহাবীদের সান্ত্বনা দান

১৭ এই কথা শুনে ঈসার সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি আমাদের এ কি বলছেন, 'কিছু কাল পরে তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, আবার কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে'? আবার তিনি বলছেন, 'আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।' ১৮ যে কিছু কালের কথা ইনি বলছেন, তা কি? আমরা বুঝতে পারছি না তিনি কি বলছেন।"

১৯ সাহাবীরা যে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন, তা বুঝতে পেরে ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি যে বলেছি, 'কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, আবার কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,' এই বিষয়েই কি তোমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছ? ২০ আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা কাঁদ

বে আর দুঃখে ভেংগে পড়বে কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা আনন্দ করবে। তোমরা দুঃখ পাবে, কিন্তু পরে তোমাদের সে
সই দুঃখ আর থাকবে না; তার বদলে তোমরা আনন্দিত হবে। [২১] সন্তান হওয়ার সময় স্ত্রীলোক কষ্ট পায়, কারণ
তার সময় এসে পড়েছে। কিন্তু সন্তান হওয়ার পরে দুনিয়াতে একটি নতুন মানুষ আসবার আনন্দে তার আর সেই
কষ্টের কথা মনে থাকে না। [২২] সেইভাবে তোমরাও এখন দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু আবার তোমাদের সংগে আমার
দেখা হবে, আর তখন তোমাদের মন আনন্দে ভরে উঠবে এবং সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নে
বে না। [২৩] সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করবে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা
আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। [২৪] এখনও পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কি
ছুই চাও নি। চাও, তোমরা পাবে যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

[২৫] "এই সব শিক্ষার কথা আমি তোমাদের কাছে উদাহরণের মধ্য দিয়েই বললাম। তবে এমন সময় আসছে
যখন আমি আর উদাহরণের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে কথা বলব না, কিন্তু খোলাখুলিভাবেই পিতার বিষয়ে বলব
। [২৬] সেই দিনে তোমরা নিজেরাই আমার নামে চাইবে, আর আমি বলছি না যে, আমিই তোমাদের পক্ষ হয়ে পি
তার কাছে অনুরোধ করব। [২৭] পিতা নিজেই তো তোমাদের মহব্বত করেন, কারণ তোমরা আমাকে মহব্বত করে
ছ ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি। [২৮] সত্যিই আমি পিতার কাছ থেকে এই দুনিয়াতে এ
সছি, আবার আমি এই দুনিয়া ছেড়ে পিতার কাছেই যাচ্ছি।"

[২৯] তখন ঈসার সাহাবীরা তাঁকে বললেন, "দেখুন, এখন তো আপনি খোলাখুলিভাবেই কথা বলছেন, উদাহর
ণের মধ্য দিয়ে বলছেন না। [৩০] এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনার অজানা কিছুই নেই, আর কেউ যে আপ
নাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে তার দরকারও আপনার নেই। এইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে এসেছেন।"

[৩১] ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "এখন কি তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে? [৩২] দেখ, সেই সময় আসছে, এমন কি
এসেই গেছে, যখন তোমরা দলছাড়া হয়ে আমাকে একলা ফেলে যে যার জায়গায় চলে যাবে। তবুও আমি একা ন
ই, কারণ পিতা আমার সংগে সংগে আছেন। [৩৩] আমি তোমাদের এই সব বললাম যেন তোমরা আমার সংগে যুক্ত
আছ বলে মনে শান্তি পাও। এই দুনিয়াতে তোমরা কষ্ট ও চাপের মুখে আছ, কিন্তু সাহস হারায়ো না; আমিই দুি
নয়াকে জয় করেছি।"

১৭

সাহাবীদের জন্য মুনাজাত

[১] এই সব কথা বলবার পরে ঈসা আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, সময় এসেছে। তোমার পুত্রের
মহিমা প্রকাশ কর যেন পুত্রও তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারেন। [২] তুমি তাঁকে সমস্ত মানুষের উপরে অধিকা
র দিয়েছ, যেন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ তাদের সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন। [৩] তোমাকে, অ
র্থাৎ একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌কে আর তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মসীহ্‌কে জানতে পারাই অনন্ত জীবন। [৪] তুমি
যে কাজ আমাকে করতে দিয়েছ তা শেষ করে এই দুনিয়াতে আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করেছি। [৫] পিতা, দুনিয়
া সৃষ্ট হবার আগে তোমার সংগে আমার যে মহিমা ছিল সেই মহিমা তুমি আবার আমাকে দাও।

[৬] "দুনিয়ার মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ আমি তাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তো
মারই ছিল, আর তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার কথার বাধ্য হয়ে চলেছে। [৭] তারা এখন বুঝতে পে
রেছে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ তা তোমারই কাছ থেকে এসেছে। [৮] এর কারণ এই, তুমি যা যা আমাকে ব
লতে বলেছ তা আমি তাদের বলেছি। তারা তা গ্রহণ করে সত্যিই জানতে পেরেছে যে, আমি তোমার কাছ থেকে
এসেছি, আর বিশ্বাসও করেছে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।

[৯] "আমি সকলের জন্য অনুরোধ করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমার হাতে দিয়েছ তাদের জন্যই অনুরোধ ক
রছি, কারণ তারা তো তোমারই। [১০] যা কিছু আমার তা সবই তোমার আর যা কিছু তোমার তা সবই আমার। তা

দের মধ্য দিয়ে আমার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। ১১ আমি আর এই দুনিয়াতে নেই, কিন্তু তারা তো এই দুনিয়াতে
আছে; আর আমি তোমার কাছে আসছি। পবিত্র পিতা, তুমি আমাকে তোমার যে নাম দিয়েছ সেই নামের গুণে এ
দের রক্ষা কর, যেন আমরা যেমন এক, এরাও তেমনি এক হতে পারে। ১২ আমি যতদিন তাদের সংগে ছিলাম ত
তদিন তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ সেই নামের গুণে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি। আমি তাদের পাহ
ারা দিয়েছি, তাদের মধ্যে কেউই বিনষ্ট হয় নি। কেবল যার বিনষ্ট হবার কথা ছিল সে-ই বিনষ্ট হয়েছে, যেন পাক-
কিতাবের কথা পূর্ণ হয়।

১৩ "এখন আমি তোমার কাছে আসছি, আর আমার আনন্দে যেন তাদের দিল পূর্ণ হয় সেইজন্য দুনিয়াতে থা
কতেই এই সব কথা বলছি। ১৪ তুমি যা বলেছ আমি তাদের তা-ই জানিয়েছি। দুনিয়ার লোকেরা তাদের ঘৃণা কে
রছে, কারণ আমি যেমন এই দুনিয়ার নই তারাও তেমনি এই দুনিয়ার নয়। ১৫ আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না
তুমি এই দুনিয়া থেকে তাদের নিয়ে যাও, বরং অনুরোধ করছি যে, শয়তানের হাত থেকে তাদের রক্ষা কর। ১৬
আমি যেমন এই দুনিয়ার নই তারাও তেমনি এই দুনিয়ার নয়।

১৭ "সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পাক-পবিত্র কর। তোমার কালামই সেই সত্য। ১৮ তুমি যেমন আমাকে দুনিয়
াতে পাঠিয়েছিলে তেমনি আমিও তাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। ১৯ তাদের জন্য আমি নিজেকে পাক-পবিত্র করছি যে
যন সত্যের দ্বারা তাদেরও পাক-পবিত্র করা হয়।

২০ "আমি যে কেবল এদের জন্য অনুরোধ করছি তা নয়, কিন্তু যারা এদের কথার মধ্য দিয়ে আমার উপর ঈ
মান আনবে তাদের জন্যও অনুরোধ করছি, যেন তারা সকলে এক হয়। ২১ পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত
আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি তেমনি তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে। তাতে দুনিয়ার
লোকেরা বিশ্বাস করতে পারবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। ২২ যে মহিমা তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমি তাদে
র দিয়েছি যেন আমরা যেমন এক তারাও তেমনি এক হতে পারে, ২৩ অর্থাৎ আমি তাদের সংগে যুক্ত ও তুমি আম
ার সংগে যুক্ত, আর এইভাবে যেন তারা পূর্ণ হয়ে এক হতে পারে। তাতে দুনিয়ার লোকেরা জানতে পারবে যে,
তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ, আর আমাকে যেমন তুমি মহব্বত কর তেমনি তাদেরও মহব্বত কর।

২৪ "পিতা, আমি চাই যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমার মহিমা দেখবার জন্য তারা যেন আমি যেখানে আ
ছ সেখানে আমার সংগে থাকতে পারে। সেই মহিমা তুমিই আমাকে দিয়েছ, কারণ দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগে থেকে
ই তুমি আমাকে মহব্বত করেছ। ২৫ ন্যায়বান পিতা, দুনিয়ার লোকেরা তোমাকে জানে না কিন্তু আমি তোমাকে
জানি। আর তুমিই যে আমাকে পাঠিয়েছ এরা তা বুঝতে পেরেছে। ২৬ আমি তাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করেছি
ছ এবং আরও প্রকাশ করব, যেন তুমি আমাকে যেভাবে মহব্বত কর সেই রকম মহব্বত তাদের দিলে থাকে, আর
আমি যেন তাদের সংগে যুক্ত থাকি।"

১৮

শত্রুদের হাতে হযরত ঈসা মসীহ্

১ এই সব কথা বলবার পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের সংগে কিদ্রোণ নামে একটা উপত্যকার ওপাশে গেলেন। সে
সখানে একটা বাগান ছিল। ঈসা আর তাঁর সাহাবীরা সেই বাগানে গেলেন। ২ ঈসাকে শত্রুদের হাতে যে পরে ধরি
য়ে দিয়েছিল সেই এহুদাও এই জায়গাটা চিনত, কারণ ঈসা প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের সংগে সেখানে এক সংগে মি
লত হতেন।

৩ প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা এহুদাকে এক দল সৈন্য এবং কয়েকজন কর্মচারী দিলেন। তখন এহুদা তাদে
র সংগে বাতি, মশাল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল।

৪ তাঁর নিজের উপর যা ঘটবে ঈসা তা সবই জানতেন। এইজন্য তিনি বের হয়ে এসে সেই লোকদের বললে
ন, "আপনারা কাকে খুঁজছেন?"

৫ তারা বলল, "নাসরতের ঈসাকে।"

ঈসা তাদের বললেন, "আমিই সেই।"

ঈসাকে যে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই এহুদাও তাদের সংগে দাঁড়িয়েছিল। ৬ ঈসা যখন তাদের বল
লেন, "আমিই সেই," তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ৭ ঈসা আবার তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "অ
াপনারা কাকে খুঁজছেন?"

তারা বলল, "নাসরতের ঈসাকে।"

৮ তখন ঈসা বললেন, "আমি তো আপনাদের বলেছি যে, আমিই সেই। যদি আপনারা আমারই খোঁজে এসে
থাকেন তবে এদের চলে যেতে দিন।" ৯ এটা ঘটল যাতে ঈসার বলা এই কথাটা পূর্ণ হয়, "যাদের তুমি আমাকে
দিয়েছ তাদের একজনকেও আমি হারাই নি।"

১০ শিমোন-পিতরের কাছে একটা ছোরা ছিল। পিতর সেই ছোরাটা বের করে তার আঘাতে মহা-ইমামের গো
লামের ডান কানটা কেটে ফেললেন। সেই গোলামের নাম ছিল মল্ক। ১১ এতে ঈসা পিতরকে বললেন, "তোমার ে
ছারা খাপে রাখ। পিতা আমাকে যে দুঃখের পেয়ালা দিয়েছেন তা কি আমি গ্রহণ করব না?"

১২ তখন সেই সৈন্যেরা আর তাদের সেনাপতি ও ইহুদী নেতাদের কর্মচারীরা ঈসাকে ধরে বাঁধল। ১৩ প্রথমে
তারা ঈসাকে হাননের কাছে নিয়ে গেল, কারণ যে কাইয়াফা সেই বছরের মহা-ইমাম ছিলেন হানন ছিলেন তাঁর শ্ব
শুর। ১৪ এই কাইয়াফাই ইহুদী নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, গোটা জাতির বদলে বরং একজনের মৃত্যু হও
য়াই ভাল।

পিতরের প্রথম অস্বীকার

১৫ শিমোন-পিতর এবং আর একজন সাহাবী ঈসার পিছনে পিছনে গেলেন। সেই অন্য সাহাবীকে মহা-ইমাম
চিনতেন। সেই সাহাবী ঈসার সংগে সংগে মহা-ইমামের উঠানে ঢুকলেন, ১৬ কিন্তু পিতর বাইরে দরজার কাছে দাঁ
ড়িয়ে রইলেন। তখন মহা-ইমামের চেনা সেই সাহাবী বাইরে গিয়ে দরজার পাহারাদার মেয়েটিকে বলে পিতরকে ি
ভতরে আনলেন। ১৭ সেই মেয়েটি পিতরকে বলল, "তুমিও কি এই লোকটির সাহাবীদের মধ্যে একজন?"

পিতর বললেন, "না, আমি নই।"

১৮ তখন খুব শীত পড়েছিল। এইজন্য গোলামেরা এবং কর্মচারীরা কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে সেই জায়গায় দঁ
াড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিল। পিতরও তাদের সংগে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

মহা-ইমামের জেরা

১৯ মহা-ইমাম তখন ঈসাকে তাঁর সাহাবীদের বিষয়ে আর তাঁর শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। ২০ ঈসা জ
বাবে বললেন, "আমি লোকদের কাছে খোলাখুলিভাবেই কথা বলেছি। যেখানে ইহুদীরা সবাই এক সংগে মিলিত
হয় সেই সব মজলিস-খানায় ও বায়তুল-মোকাদ্দসে আমি সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আমি তো গোপনে কিছু বলি ি
ন; ২১ তবে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? আমার কথা যারা শুনেছে তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন আমি তাদের কি
বলেছি। আমি যা বলেছি তা তাদের অজানা নেই।

২২ ঈসা যখন এই কথা বললেন তখন যে কর্মচারীরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে একজন তাঁকে চড় মে
র বলল, "তুমি মহা-ইমামকে এইভাবে জবাব দিচ্ছ?"

২৩ ঈসা তাকে বললেন, "আমি যদি খারাপ কিছু বলে থাকি তবে তা দেখিয়ে দিন। কিন্তু যদি ভাল বলে থাকি
তবে কেন আমাকে মারছেন?" ২৪ তখন হানন ঈসাকে বাঁধা অবস্থায়ই মহা-ইমাম কাইয়াফার কাছে পাঠিয়ে দিলে
ন।

পিতরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অস্বীকার

২৫ যখন শিমোন-পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁকে বলল, "তুমিও কি ওর সাহাবীদে
র মধ্যে একজন?"

পিতর অস্বীকার করে বললেন, "না, আমি নই।"

২৬ পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয় মহা-ইমামের গোলাম ছিল। সে বলল, "আমি কি ে
তামাকে বাগানে তার সংগে দেখি নি?" ২৭ পিতর আবার অস্বীকার করলেন, আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠ
ল।

পীলাতের সামনে বিচার

২৮ ইহুদী নেতারা ভোর বেলায় ঈসাকে কাইয়াফার কাছ থেকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের বাড়ীতে ি
নয়ে গেলেন। তাঁরা কিন্তু সেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন না যেন পাক-সাফ থেকে উদ্ধার-ঈদের মেজবানী খেতে পা
রেন। ২৯ তখন পীলাত বাইরে তাঁদের কাছে এসে বললেন, "এই লোকটিকে তোমরা কি দোষে দোষী করছ?"

৩০ ইহুদী নেতারা বললেন, "এ যদি খারাপ কাজ না করত তবে আমরা তাকে আপনার কাছে আনতাম না।"

৩১ পীলাত তাঁদের বললেন, "একে তোমরা নিয়ে গিয়ে তোমাদের শরীয়ত মতে বিচার কর।"

এতে ইহুদী নেতারা পীলাতকে বললেন, "কিন্তু কাউকে মৃত্যুর শাস্তি দেবার ক্ষমতা তো আমাদের হাতে নেই
।" ৩২ কিভাবে নিজের মৃত্যু হবে ঈসা আগেই তা বলেছিলেন। এটা ঘটল যাতে তাঁর সেই কথা পূর্ণ হয়।

৩৩ তখন পীলাত আবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন এবং ঈসাকে ডেকে বললেন, "তুমিই কি ইহুদীদের বাদশাহ্?"

৩৪ ঈসা বললেন, "আপনি কি নিজে থেকেই এই কথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?
"

৩৫ পীলাত জবাব দিলেন, "আমি কি ইহুদী? তোমার জাতির লোকেরা আর প্রধান ইমামেরা তোমাকে আমার
হাতে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?"

৩৬ ঈসা বললেন, "আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজ্য এই দুনিয়ার হত তবে আমি যাতে ইহুদ
ী নেতাদের হাতে না পড়ি সেইজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করত; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।"

৩৭ পীলাত ঈসাকে বললেন, "তাহলে তুমি কি বাদশাহ্?"

ঈসা বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি বাদশাহ্। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি জন্মেছি আ
র সেইজন্যই আমি দুনিয়াতে এসেছি। যে কেউ সত্যের সে আমার কথা শোনে।"

৩৮ পীলাত তাঁকে বললেন, "সত্য কি?" এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদী নেতাদের কাছে গিয়ে বলে
লন, "আমি এর কোনই দোষ দেখতে পাচ্ছি না। ৩৯ তবে তোমাদের একটা নিয়ম আছে, উদ্ধার-ঈদের সময়ে আি
ম তোমাদের একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিই। তোমরা কি চাও যে, আমি ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে ছেড়ে দিই?"

৪০ এতে সকলে চেঁচিয়ে বলল, "ওকে নয়, বারাব্বাকে।" সেই বারাব্বা একজন ডাকাত ছিল।

১৯

১ তখন পীলাত ঈসাকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিলেন। ২ সৈন্যেরা কাঁটা-লতা দিয়ে
একটা তাজ গেঁথে ঈসার মাথায় পরিয়ে দিল। ৩ পরে তাঁকে বেগুনে কাপড় পরাল এবং তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "
ওহে ইহুদীদের বাদশাহ্, মারহাবা!" এই বলে সৈন্যেরা তাঁকে চড় মারতে লাগল।

৪ পীলাত আবার বাইরে এসে লোকদের বললেন, "দেখ, আমি ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি যাতে
তোমরা বুঝতে পার যে, আমি ওর কোন দোষই পাচ্ছি না।" ৫ ঈসা সেই কাঁটার তাজ আর বেগুনে কাপড় পরা
অবস্থায় বাইরে আসলেন। তখন পীলাত লোকদের বললেন, "এই দেখ, সেই লোক।"

৬ ঈসাকে দেখে প্রধান ইমামেরা আর কর্মচারীরা চেঁচিয়ে বললেন, "ক্রুশে দিন, ওকে ক্রুশে দিন।"

পীলাত লোকদের বললেন, "তোমরাই ওকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি ওর কোন দোষই দেখতে পা
চ্ছি না।"

৭ ইহুদী নেতারা পীলাতকে বললেন, "আমাদের একটা আইন আছে, সেই আইন মতে তার মৃত্যু হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ইব্‌নুল্লাহ্‌ বলেছে।"

৮ পীলাত যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি আরও ভয় পেলেন। ৯ তিনি আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" ঈসা কিন্তু পীলাতকে কোন জবাব দিলেন না।

১০ এইজন্য পীলাত ঈসাকে বললেন, "তুমি কি আমার সংগে কথা বলবে না? তুমি কি জান যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার বা ক্রুশের উপরে হত্যা করবার ক্ষমতা আমার আছে?"

১১ ঈসা জবাব দিলেন, "উপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হলে আমার উপরে আপনার কোন ক্ষমতাই থাকত না। সেইজন্য যে আমাকে আপনার হাতে দিয়েছে তারই গুনাহ্‌ বেশী।"

১২ এই কথা শুনে পীলাত ঈসাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ইহুদী নেতারা চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট সিজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশাহ্‌ বলে দাবি করে সে তো সম্রাট সিজারের শত্রু।"

১৩ এই কথা শুনে পীলাত ঈসাকে বাইরে আনলেন এবং পাথরে বাঁধানো নামে একটা জায়গায় বিচারের আসনে বসলেন। হিব্রু ভাষায় সেই জায়গাটাকে গাব্বাথা বলা হত। ১৪ সেই দিনটা ছিল উদ্ধার-ঈদের আয়োজনের দিন। তখন বেলা প্রায় দুপুর।

পীলাত ইহুদী নেতাদের বললেন, "এই দেখ, তোমাদের বাদশাহ্‌।"

১৫ এতে তাঁরা চিৎকার করে বললেন, "দূর করুন, দূর করুন! ওকে ক্রুশে দিন!"

পীলাত তাঁদের বললেন, "তোমাদের বাদশাহ্‌কে কি আমি ক্রুশে দেব?"

প্রধান ইমামেরা জবাব দিলেন, "সম্রাট সিজার ছাড়া আমাদের আর কোন বাদশাহ্‌ নেই।" ১৬ তখন পীলাত ঈসাকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য তাঁদের হাতে দিয়ে দিলেন।

ক্রুশে হযরত ঈসা মসীহের মৃত্যু

তখন সৈন্যেরা ঈসাকে নিয়ে গেল। ১৭ ঈসা নিজের ক্রুশ নিজে বয়ে নিয়ে মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেই জায়গার হিব্রু নাম ছিল গল্‌গথা। ১৮ সেখানে তারা ঈসাকে ক্রুশে দিল– ঈসাকে মাঝখানে আর তাঁর দু'পাশে অন্য দু'জনকে দিল।

১৯ পীলাত একটা দোষনামা লিখে ঈসার ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "নাসরতের ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ্‌।" ২০ যেখানে ঈসাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা শহরের কাছে ছিল বলে ইহুদীদের অনেকেই সেই দোষনামা পড়ল। সেটা হিব্রু, রোমীয় আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল।

২১ তখন ইহুদীদের প্রধান ইমামেরা পীলাতকে বললেন, " 'ইহুদীদের বাদশাহ্‌,' এই কথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এ বলত, আমি ইহুদীদের বাদশাহ্‌।'"

২২ পীলাত বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"

২৩ ঈসাকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর কাপড়-চোপড় নিয়ে নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করল। পরে তারা ঈসার কোর্তাটাও নিল। সেই কোর্তায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই বোনা ছিল। ২৪ তা দেখে সৈন্যেরা একে অন্যকে বলল, "এটা না ছিঁড়ে বরং গুলিবাঁট করে দেখি এটা কার হবে।"

এটা ঘটেছিল যাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হয়,

তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়-চোপড় ভাগ করছে,
আর আমার কাপড়ের জন্য তারা গুলিবাট করছে।

আর সত্যিই সৈন্যেরা এই সব করেছিল।

২৫ ঈসার মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম আর মগ্‌দলীনী মরিয়ম ঈসার ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২৬ ঈসা তাঁর মাকে এবং যে সাহাবীকে মহব্বত করতেন তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। প্রথমে তিনি মাকে

ক বললেন, "ঐ দেখ, তোমার ছেলে।" ২৭ তার পরে সেই সাহাবীকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা।" তখন থে
কেই সেই সাহাবী ঈসার মাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

২৮ এর পরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পাক-কিতাবের কথা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্য ঈসা বললেন, "আমার
পিপাসা পেয়েছে।"

২৯ সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা স্পঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং এসো
ব গাছের ডালের মাথায় তা লাগিয়ে ঈসার মুখের কাছে ধরল। ৩০ ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, "শেষ
হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর রূহ্ সমর্পণ করলেন।

৩১ সেই দিনটা ছিল ঈদের আয়োজনের দিন। পরের দিন ছিল বিশ্রামবার, আর সেই বিশ্রামবারটা একটা বি
শেষ দিন ছিল বলে ইহুদী নেতারা চেয়েছিলেন যেন সেই দিনে লাশগুলো ক্রুশের উপরে না থাকে। এইজন্য তাঁরা
পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন ক্রুশে যারা আছে তাদের পা ভেংগে ক্রুশ থেকে তাদের সরিয়ে ফেলা হয়।
৩২ তখন সৈন্যেরা এসে ঈসার সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাদের দু'জনের পা ভেংগে দিল।

৩৩ পরে ঈসার কাছে এসে সৈন্যেরা তাঁকে মৃত দেখে তাঁর পা ভাংল না। ৩৪ কিন্তু একজন সৈন্য তাঁর পাঁজ
র বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল, আর তখনই সেখান থেকে রক্ত আর পানি বের হয়ে আসল। ৩৫ যিনি নিজের চোখে এ
টা দেখেছিলেন তিনিই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। তিনি জানেন যে, তিনি যা বলছেন তা সত্যি,
যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার।

৩৬ এই সব ঘটেছিল যাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হয়, "তাঁর একখানা হাড়ও ভাংগা হবে না।" ৩৭ আ
বার কিতাবের আর একটা কথা এই– "যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তারা তাকিয়ে দেখবে।"

হযরত ঈসা মসীহের কবর

৩৮ এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ ঈসার লাশটা নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমি
ত চাইলেন। ইউসুফ ছিলেন ঈসার গোপন সাহাবী, কারণ তিনি ইহুদী নেতাদের ভয় করতেন। পীলাত অনুমতি ি
দলে পর তিনি এসে ঈসার লাশ নিয়ে গেলেন। ৩৯ আগে যিনি রাতের বেলায় ঈসার কাছে এসেছিলেন সেই নীকদ
ীমও প্রায় তেত্রিশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন। ৪০ পরে তাঁরা ঈসার লাশটি নিয়ে ইহুদীদের দ
াফন করবার নিয়ম মত সেই সমস্ত খোশবু জিনিসের সংগে লাশটি কাপড় দিয়ে জড়ালেন।

৪১ ঈসাকে যেখানে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গায় একটা বাগান ছিল আর সেখানে একটা
নতুন কবর ছিল। সেই কবরের মধ্যে কাউকে কখনও দাফন করা হয় নি। ৪২ সেই দিনটা ছিল ইহুদীদের ঈদের
আয়োজনের দিন, আর কবরটাও কাছে ছিল বলে তাঁরা ঈসাকে সেই কবরেই দাফন করলেন।

২০

মৃত্যুর উপর হযরত ঈসা মসীহের জয়লাভ

১ সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায়, অন্ধকার থাকতেই মগ্দলীনী মরিয়ম সেই কবরের কাছে গেলেন। তিনি ে
দখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। ২ সেইজন্য তিনি শিমোন-পিতর আর যে সাহাবীকে ঈসা
মহব্বত করতেন সেই সাহাবীদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, "লোকেরা হুজুরকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। তাঁে
ক কোথায় রেখেছে আমরা তা জানি না।"

৩ পিতর আর সেই অন্য সাহাবীটি তখন বের হয়ে কবরের দিকে যেতে লাগলেন। ৪ দু'জন একসংগে দৌড়া
চ্ছলেন। অন্য সাহাবীটি পিতরের আগে আগে আরও তাড়াতাড়ি দৌড়ে প্রথমে কবরের কাছে আসলেন, কিন্তু তিনি
কবরের ভিতরে গেলেন না। ৫ তিনি নীচু হয়ে দেখলেন, ঈসার লাশে যে কাপড়গুলো জড়ানো হয়েছিল সেগুলো
পড়ে আছে। ৬ শিমোন-পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে এসে কবরের ভিতরে ঢুকলেন এবং কাপড়গুলো পড়ে থাকে
ত দেখলেন। ৭ তিনি আরও দেখলেন, তাঁর মাথায় যে রুমালখানা জড়ানো ছিল তা অন্য কাপড়ের সংগে নেই, কি
ন্তু আলাদা করে এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে। ৮ যে সাহাবী প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন তিনিও তখ

ন ভিতরে ঢুকলেন এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। [৯] মৃত্যু থেকে ঈসার জীবিত হয়ে উঠবার যে দরকার আছে, পাক
-কিতাবের সেই কথা তাঁরা আগে বুঝতে পারেন নি।

মগ্‌দলীনী মরিয়মের সংগে হযরত ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ

[১০] এর পরে সাহাবীরা ঘরে ফিরে গেলেন, [১১] কিন্তু মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি
কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, [১২] ঈসার লাশ যেখানে শোয়ানো ছিল সেখানে সাদা কা
পড় পরা দু'জন ফেরেশতা বসে আছেন– একজন মাথার দিকে আর অন্যজন পায়ের দিকে। [১৩] তাঁরা মরিয়মকে
বললেন, "কাঁদছ কেন?"

মরিয়ম তাঁদের বললেন, "লোকেরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে এবং তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।"

[১৪] এই কথা বলে মরিয়ম পিছনে ফিরে দেখলেন ঈসা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তিনি যে ঈসা তা বুঝতে পারলে
ন না।

[১৫] ঈসা তাঁকে বললেন, "কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ?"

ঈসাকে বাগানের মালী ভেবে মরিয়ম বললেন, "দেখুন, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে বলুন কো
থায় রেখেছেন। আমিই তাঁকে নিয়ে যাব।"

[১৬] ঈসা তাঁকে বললেন, "মরিয়ম।"

তাতে মরিয়ম ফিরে দাঁড়িয়ে আরামীয় ভাষায় ঈসাকে বললেন, "রব্বুনি।" রব্বুনি মানে ওস্তাদ।

[১৭] ঈসা মরিয়মকে বললেন, "আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও উপরে পিতার কাছে যাই নি। তুমি
বরং ভাইদের কাছে গিয়ে বল, যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ও তোমাদের আল্লাহ্‌, আমি উপরে
তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

[১৮] তখন মগ্‌দলীনী মরিয়ম সাহাবীদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন, তিনি ঈসাকে দেখেছেন আর ঈসাই তাঁকে
এই সব কথা বলেছেন।

সাহাবীদের সংগে হযরত ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ

[১৯] সেই একই দিনে, সপ্তার প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলায় সাহাবীরা ইহুদী নেতাদের ভয়ে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ
করে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। তখন ঈসা এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "আস্‌সালামু আলাই
কুম।" [২০] এই কথা বলে তিনি তাঁর দুই হাত ও পাঁজরের দিকটা তাঁর সাহাবীদের দেখালেন। ঈসাকে দেখতে পে
য়ে সাহাবীরা খুব আনন্দিত হলেন।

[২১] পরে ঈসা আবার তাঁদের বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম। পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন আমিও তে
মনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।" [২২] এই কথা বলে তিনি সাহাবীদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন, "পাক-রূহ্‌কে গ্রহণ কর।
[২৩] তোমরা যদি কারও গুনাহ্‌ মাফ কর তবে তার গুনাহ্‌ মাফ করা হবে, আর যদি কারও গুনাহ্‌ মাফ না কর তবে
তার গুনাহ্‌ মাফ করা হবে না।"

হযরত থোমার সন্দেহ

[২৪] ঈসা যখন এসেছিলেন তখন থোমা নামে সেই বারোজন সাহাবীদের মধ্যে একজন তাঁদের সংগে ছিলেন ন
া। এই থোমাকে যমজ বলা হত। [২৫] অন্য সাহাবীরা পরে থোমাকে বললেন, "আমরা হুজুরকে দেখেছি।"

থোমা তাঁদের বললেন, "আমি তাঁর দুই হাতে যদি পেরেকের চিহ্ন না দেখি, সেই চিহ্নের মধ্যে আংগুল না দি
ই এবং তাঁর পাঁজরে হাত না দিই, তবে কোনমতেই আমি বিশ্বাস করব না।"

[২৬] এর এক সপ্তা পরে সাহাবীরা আবার ঘরের মধ্যে মিলিত হলেন, আর থোমাও তাঁদের সংগে ছিলেন। যদি
ও সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল তবুও ঈসা এসে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।" [২৭] পরে
তিনি থোমাকে বললেন, "তোমার আংগুল এখানে দিয়ে আমার হাত দু'খানা দেখ এবং তোমার হাত বাড়িয়ে আম
ার পাঁজরে রাখ। অবিশ্বাস কোরো না বরং বিশ্বাস কর।"

[২৮] তখন থোমা বললেন, "প্রভু আমার, আল্লাহ্‌ আমার।"

২৯ ঈসা তাঁকে বললেন, "থোমা, তুমি কি আমাকে দেখেছ বলে ঈমান এনেছ? যারা না দেখে ঈমান আনে তা
রা ধন্য।"

৩০ ঈসা সাহাবীদের সামনে চিহ্ন হিসাবে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই কিতাবে
লেখা হয় নি। ৩১ কিন্তু এই সব লেখা হল যাতে তোমরা ঈমান আন যে, ঈসাই মসীহ্, ইব্নুল্লাহ্, আর ঈমান এনে
যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।

২১ সাতজন সাহাবীদের সংগে হযরত ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ

১ এর পরে টিবেরিয়াস সাগরের পারে সাহাবীদের কাছে আবার ঈসা দেখা দিলেন। ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছি
ল:

২ শিমোন-পিতর, থোমা (যাঁকে যমজ বলে) গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামের নথনেল, সিবদিয়ের ছেলেরা এবং
ঈসার অন্য দু'জন সাহাবী একসংগে ছিলেন। ৩ শিমোন-পিতর তাঁদের বললেন, "আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।"

তাঁরা বললেন, "আমরাও তোমার সংগে যাব।" তখন তাঁরা বের হয়ে নৌকায় উঠলেন, কিন্তু সেই রাতে কিছু
ই ধরতে পারলেন না।

৪ সকাল হয়ে আসছে এমন সময় ঈসা সাগরের পারে এসে দাঁড়ালেন। সাহাবীরা কিন্তু চিনতে পারলেন না
য, তিনি ঈসা। ৫ তিনি সাহাবীদের বললেন, "সন্তানেরা, কিছুই কি পাও নি?"

তাঁরা বললেন, "জ্বী না, পাই নি।"

৬ ঈসা তাঁদের বললেন, "নৌকার ডানদিকে জাল ফেল, পাবে।" তখন তাঁরা জাল ফেললেন, আর এত বেশী
মাছ উঠল যে, তাঁরা তা টেনে তুলতে পারলেন না।

৭ ঈসা যে সাহাবীকে মহব্বত করতেন সেই সাহাবী পিতরকে বললেন, "উনি হুজুর।" সেই সময় শিমোন-পি
তরের গায়ে কোন কাপড় ছিল না। তাই যখন তিনি শুনলেন, "উনি হুজুর," তখন গায়ে কাপড় জড়িয়ে সাগরে ঝাঁ
প দিলেন। ৮ তাঁরা পার থেকে বেশী দূরে ছিলেন না, কমবেশ দু'শো হাত দূরে ছিলেন। এইজন্য অন্য সাহাবীরা
মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে নৌকায় করে পারে আসলেন।

৯ পারে নেমে এসে তাঁরা কাঠকয়লার আগুন এবং আগুনের উপরে মাছ দেখতে পেলেন; সেখানে রুটিও ছিল
। ১০ তখন ঈসা তাদের বললেন, "এখন যে মাছ ধরলে তা থেকে কয়েকটা আন।"

১১ শিমোন-পিতর নৌকায় গিয়ে জালটা পারে টেনে আনলেন। একশো তিপ্পান্নটা বড় মাছে জালটা ভরা ছিল।
যদিও এত মাছ ছিল তবুও জালটা ছিঁড়ল না। ১২ ঈসা তাঁদের বললেন, "এস, খাও।" সাহাবীদের মধ্যে কারও
সাহস হল না যে, জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কে?" কারণ তাঁরা জানতেন, তিনি ঈসা। ১৩ পরে ঈসা এসে রুটি নিয়ে
তাঁদের দিলেন, আর সেইভাবে মাছও দিলেন।

১৪ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর ঈসা এই তৃতীয় বার সাহাবীদের দেখা দিলেন।

পিতরের প্রতি হযরত ঈসা মসীহের হুকুম

১৫ তাঁদের খাওয়া শেষ হলে পর ঈসা শিমোন-পিতরকে বললেন, "ইউহোন্নার ছেলে শিমোন, ওদের মহব্বতে
র চেয়ে কি তুমি আমাকে বেশী মহব্বত কর?"

শিমোন-পিতর তাঁকে বললেন, "জ্বী, প্রভু, আপনি জানেন আপনি আমার কত প্রিয়।"

ঈসা তাঁকে বললেন, "আমার শিশু-ভেড়াগুলো চরাও।"

১৬ ঈসা দ্বিতীয় বার তাঁকে বললেন, "ইউহোন্নার ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে মহব্বত কর?"

শিমোন-পিতর তাঁকে বললেন, "জ্বী, প্রভু, আপনি তো জানেন আপনি আমার কত প্রিয়।"

ঈসা তাঁকে বললেন, "আমার ভেড়াগুলো লালন-পালন কর।"

[১৭] পরে তিনি তৃতীয়বার শিমোন-পিতরকে বললেন, "ইউহোন্নার ছেলে শিমোন, সত্যিই কি আমি তোমার প্রি
য়?"

পিতর এবার দুঃখিত হলেন, কারণ ঈসা এই তৃতীয় বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি সত্যিই তোমার ি
প্রয়?" এইজন্য পিতর ঈসাকে বললেন, "প্রভু, আপনি সব কিছুই জানেন; আপনি তো জানেন যে, আপনি আমার
খুবই প্রিয়।"

ঈসা তাঁকে বললেন, "আমার ভেড়াগুলো চরাও। [১৮] আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে ত
খন তুমি নিজেই তোমার কোমর বাঁধতে আর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে। কিন্তু যখন তুমি বুড়ো হবে তখন তু ি
ম তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে এবং অন্য একজন তোমাকে বাঁধবে আর তুমি যেখানে যেতে চাও না সেখানেই নি ে
য় যাবে।" [১৯] আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করবার জন্য পিতর কিভাবে মরবেন তা বুঝাতে গিয়ে ঈসা এই কথা বললে
ন।

এই কথা বলবার পর ঈসা পিতরকে বললেন, "আমার সংগে এস।"

[২০] পিতর পিছন ফিরে দেখলেন, ঈসা যাঁকে মহব্বত করতেন সেই সাহাবী পিছনে পিছনে আসছেন। ইনি সে
ই সাহাবী, যিনি খাবার সময়ে ঈসার দিকে ঝুঁকে বলেছিলেন, "হুজুর, আপনাকে যে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, ে
স কে?" [২১] পিতর তাঁকে দেখে ঈসাকে বললেন, "প্রভু, এর কি হবে?"

[২২] ঈসা পিতরকে বললেন, "আমি যদি চাই এ আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি? তুমি
আমার সংগে এস।"

[২৩] এইজন্য ভাইদের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে গেল যে, সেই সাহাবী মরবেন না। ঈসা কিন্তু পিতরকে বলেন ি
ন সেই সাহাবী মরবেন না। তিনি বরং বলেছিলেন, "আমি যদি চাই সে আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকে, তাতে
তোমার কি?"

হযরত ইউহোন্নার সাক্ষ্য

[২৪] সেই সাহাবীই এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর এই সব লিখেছেন। আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্যি।

[২৫] ঈসা আরও অনেক কিছু করেছিলেন। যদি সেগুলো এক এক করে লেখা হত তবে এত কিতাব হত যে, অ
ামার মনে হয় সেগুলো এই দুনিয়াতে ধরত না।